ওম্

বিবাহ সংস্কার বিধি

সম্পাদক

প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ

আর্য্য সমাজ

১৯ বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য়ম্

ওম্

বিবাহ সংস্কার বিধি

শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী বিরচিত

'সংস্কারবিধি' গ্রন্থোক্ত "বিবাহ প্রকরণম্"
অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সমন্বিত গ্রন্থ॥

সম্পাদক ও অনুবাদক
প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ

সম্পাদকের নিবেদন

বর্তমান হিন্দু সমাজে বেদ প্রচার নাই বলিলেই হয়, যতটুকু আছে উহাও ক্রিয়াত্মক নহে। বেদের দোহাই দিয়া বহু অবৈদিক আচার অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, অথচ এসব দেখিয়া শুনিয়াও কেহ সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন না। কারণ বেদ ও বৈদিক ধর্মের ব্যপক প্রচারের অত্যন্ত অভাব এবং বেদের সহিত যাঁহাদের পরিচয় থাকা উচিত, তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন।

ষোড়শ সংস্কার ঋষি মুনি অনুমোদিত। অথচ বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে ষোড়শ সংস্কারের তিন চারিটি ব্যতীত আর সব সিকায় তোলা থাকে।

ষষ্ঠীপূজা ও সাধভক্ষণ নামে যে সংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে উহা জাতকর্ম ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের রূপান্তর বলা চলে। মনু নির্দিষ্ঠ ষোড়শ সংস্কার মানব মাত্রের পক্ষে অনুষ্ঠেয়। ইহা বিজ্ঞান সম্মত।

সমাজে যাহাতে ষোড়শ সংস্কারের ব্যাপক অনুষ্ঠান প্রচলিত হয় সেজন্য আর্য প্রণালী ও বেদবিধি অনুসারে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ ষোড়শ সংস্কার সমন্বিত 'সংস্কার বিধি' প্রণয়ন করেন। এই 'বিবাহ সংস্কার বিধি' পুস্তকটি তাহারই অন্তর্গত একটি সংস্কারের রূপ।

বিবাহ সংস্কার যেরূপ মহত্ত্বপূর্ণ, উহার ব্যাপকতা প্রচারও সেইরূপ মহত্ত্বপূর্ণ। অথচ এই সংস্কারটিকে, কোথাও লোকাচার, কোথাও দেশাচার, কোথাও স্ত্রী আচার তথা মনগড়া আচারের মধ্য দিয়া সম্পন্ন করা হয়। ইহার একমাত্র কারণ বিবাহ সংস্কারের প্রতি সমাজের উদাসীনতা, 'যেন কোন প্রকারেণ' বিবাহ হইলেই হইল। সংস্কারের নামটুকু ফলাও করিয়া প্রচার করিলেই যথেষ্ঠ, ইহাই অনেকের ধারণা।

ঋত্বিগ্ পুরোহিত মহাশয়দের দোষই বা দেওয়া যায় কি করিয়া? যজমান মহাশয়রা আজকাল সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী। মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যেকটি সংস্কার নিজ নিজ স্থানে অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ এবং মানব-জীবনোপযোগী। সংস্কার সমূহের অবহেলা ও উপেক্ষাই হিন্দু সমাজকে সুসংগঠিত না হইতে দিবার আর একটি কারণ।

একই ধর্মের আশ্রয়ে থাকিয়া ধর্মনির্দিষ্ট বিধি অনুসারে সংস্কার না করা কি ন্যায়সঙ্গত কর্ম? একই ধর্মাশ্রিত মানবের একই সনাতন পদ্ধতিতে সংস্কারাদি হউক, ইহাই আর্য্য সমাজের কাম্য। সেকারণ 'বিবাহ সংস্কার বিধি' পুস্তকটিতে গৃহ্যসূত্র এবং বেদমন্ত্রের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। সেই সঙ্গে গৃহ্য সূত্র ও বেদমন্ত্রের প্রমাণও উল্লেখ করা হইয়াছে। বিবাহ সংস্কারের বিধিভাগে কোনও প্রকার শ্লোকের স্থান নাই বলিয়া সংস্কারের বিধিভাগে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কোনও শ্লোক সংযুক্ত করেন নাই। আসমুদ্রহিমাচল হিন্দু সমাজের সর্বত্র একই মন্ত্রে বিবাহ সংস্কার করা হইয়া থাকে, কেবল বঙ্গেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

সমাজে একই বৈদিক পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া ষোড়শ সংস্কারের প্রচলন হইলে সমাজ সুদৃঢ় ও সুসংগঠিত হইবে। ব্যর্থ আচার ও অবৈদিক মত অবলুপ্ত হইলে সংসারে বেদ ও বৈদিক ধর্ম প্রচলিত হইয়া 'সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ সহচিত্ত মেষাম্। সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রযে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি' মন্ত্র সার্থক হইবে। এবং মানুষ সুখী হইবে।

নিবেদক—

প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ

সম্পাদক

—মন্ত্র পাঠ বিধিঃ—

সংস্কৃত লিপিতে 'য়' অক্ষর নাই। ইহা কেবল বঙ্গাক্ষরেই প্রচলিত। সে কারণ এই গ্রন্থের যে স্থলে বেদমন্ত্রের মধ্যে 'য' অক্ষর লিখিত হইয়াছে, সে স্থলে 'য' অক্ষরকে (হ্রস্ব) ই অ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হইবে। ইহা কেবল দেবভাষার বা বৈদিক ভাষার মৌলিকতা সুরক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

—সম্পাদক

।। ওম্ ।।

বিবাহ সংস্কার বিধি

দেশ ও সামাজিক নিয়ম অনুসারে বর বরণ করায় ধর্মহানি হয় না। কেবল লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, বরণের সময় কোনও জড়কে ঈশ্বরের আসনে যেন বসান না হয়। ঈশ্বর সর্বব্যাপক বলিয়া কোথাও তাঁহার অভাব হয় না, অতএব ঈশ্বরের আসনে কোন জড় মূর্ত্তিকে বসান যেমন অযৌক্তিক তেমনি বেদ বিরুদ্ধ। অতএব বিবাহ মণ্ডপের যজ্ঞবেদীতে সর্বব্যাপক ঈশ্বরের স্থানে কোনও প্রকার মূর্ত্তি স্থাপন সর্বব্যাপক ঈশ্বরের অবমাননা করা ছাড়া কিছুই নহে।

[মধুপর্ক বিধি]

।। বর বরণ, আসন, পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান।।

বর বরণের পর কন্যা-কর্ত্তা, সাদরে বরকে সঙ্গে লইয়া কন্যা সমর্পণ কক্ষের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইলে অলংকার বিভূষিতা কন্যা সুগন্ধিত পুষ্পমাল্য লইয়া পূর্বাভিমুখে দণ্ডায়মান বরের গলায় শ্রদ্ধা সহকারে বরমাল্য প্রদানের ইচ্ছা করিয়া

বধু এবং **কর্মকর্ত্তা** বলিবে—

সাধু ভবানাস্তামর্চযিষ্যামো ভবন্তম্।। ১।।[১]

এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া আহ্বান জানাইলে,

১। বধূ ও কর্মকর্ত্তা—হে সাধো ! আসুন, বসুন, আমরা অর্চনার্থে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাই।

১। পার০ গৃহ্য০ ১।৩।৪।।

বর—ওম্ ঃ অর্চয।। ২।।

এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রত্যুত্তর দিলে, বধূ বরের গলায় এবং বর বধূর গলায় সুন্দর পুষ্পমাল্য দান করিবে।

অতঃপর বধূ ও কর্ম-কর্ত্তা, বরের জন্য সুরক্ষিত আসন সমীপে বরকে লইয়া উপস্থিত হইলে, বধূ বসিবার জন্য রক্ষিত আসন পাতিয়া দিয়া বলিবে—

বধূ—ওম্ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ।। ৩।।[১]
বর— ওম্ প্রতিগৃহ্ণামি ।। ৪।।[২]

এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া বর পূর্বাভিমুখ হইয়া আসনে বসিয়া বলিবে—

ওম্ বর্ষ্মোঽস্মি সমানানামুদ্যতামিব সূর্যঃ।
ইমং তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি ।। ৫।।[৩]

২। বর—হ্যাঁ, অর্চনা করুন।

৩। বধূ—এই উত্তম আসন গ্রহণ করুন।

৪। বর—আমি আসন গ্রহণ করিলাম।

৫। আমি উদীয়মান নক্ষত্র মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় শ্রেষ্ঠ, আমি কুলশীল প্রতিষ্ঠা আদি সমকক্ষ জনের মধ্যে বরিষ্ঠ। আমার আসনের মর্য্যাদা হানিকর কোনও প্রকার অসদভিপ্রায়ের প্রয়াস যদি কেহ করে, আমি তাহার সেই দুষ্ট অভিপ্রায়কে আসনে বসিবার ন্যায় বিমর্দ্দন করিয়া আসনে বসিলাম।

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।৬।। ২. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।৭।। ৩. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।৮।।

তৎপশ্চাৎ কর্মকর্ত্তা একটি সুন্দর পাত্রে জল লইয়া কন্যার হাতে দিবে এবং কন্যা উহা লইয়া—

[পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান]

বধূ—ওম্ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ।।৬।।[১]

এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া পা ধুইবার জল দিলে,

বর—ওম্ প্রতিগৃহ্ণামি ।।৭।।

এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া কন্যার হাত হইতে বর জল পূর্ণ পাত্র লইয়া, জল দিয়া পা ধুইবে*। পাদ প্রক্ষালন কালে বর নিম্ন বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকিবে।

ওম্ বিরাজো দোহোঽসি বিরাজো দোহমশীয
ময়ি পাদ্যায়ৈ বিরাজ্যে দোহ।।৮।।[২]

৬। বধূ—হাত-পা ধুইবার এই জল গ্রহণ করুন।

৭। বর—গ্রহণ করিলাম।

৮। হে জল ! তুমি (বিরাজঃ) বিবিধ প্রকারে প্রকাশিত পদার্থ সমূহের (দোহঃ) সার বস্তু। (বিরাজঃ) দোহম্) আমি বিরাট সারকে (অশীয শ্রান্তি উপশমার্থে (ময়ি পাদ্যায়ৈ) ইহাকে স্বীকার করিতেছি। হে জল ! তোমাকে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আনা হইয়াছে।

---

*যদি গৃহের প্রবেশ দ্বার পূর্বাভিমুখ হয়, তাহা হইলে বর উত্তরাভিমুখ ও বধু তথা কার্য্য কর্ত্তা পূর্বাভিমুখে দাঁড়াইবে—যদি বর ব্রাহ্মণ বর্ণের হয় তাহা হইলে প্রথম দক্ষিণ পা, পরে বাম পা, আর ক্ষত্রিয়াদি অন্য বর্ণের হইলে প্রথম বাম পা ধুইবে পরে দক্ষিণ পা।

—দয়ানন্দ সরস্বতী

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।৯।।

২. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।১২।।

অতঃপর কর্ম—কর্ত্তা পুনরায় শুদ্ধ জল পাত্র লইয়া কন্যার হাতে তুলিয়া দিবে। জল পাত্রটি হাতে লইয়া কন্যা নিম্ন বাক্য—

বধূ—ওম্ অর্ঘোঽর্ঘোঽর্ঘঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ।। ৯।।[১]

উচ্চারণ করিয়া জল পাত্রটি বরের হাতে তুলিয়া দিলে

বর—ওম্ প্রতিগৃহ্ণামি ।। ১০।।[২]

বর জলপাত্রটি কন্যার হাত হইতে লইয়া উহা দ্বারা মুখ ধুইয়া নিম্ন মন্ত্রটি বলিবে।

ওম্ আপ স্থ যুষ্মাভিঃ সর্বান্ কামানবাপ্নবানি।।
ওম্ সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং যোনিমভিগচ্ছত।
অরিষ্টা অস্মাকং বীরা মা পরাসেচি মৎপযঃ ।। ১১।।[৩]

৯। বধূ—মুখ ধুইবার জল গ্রহণ করুন।

১০। বর—মুখ ধুইবার জল গ্রহণ করিলাম।

১১। হে জল তুমি আছ। তোমাকে গ্রহণ করিয়া আমি আপন আরোগ্যতা ও অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকি। আমি তোমায় সমুদ্রের উদ্দেশ্যে পাঠাইতেছি। তুমি তোমার কারণরূপ মেঘে পরিণত হও। আমাদের বীর সন্তান-সন্ততি রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র্য রহিত হউক। আমাদের নিকট হইতে জল কখনও যেন পৃথক্ না হয়।

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।৫, ১৪।।

২. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।৭।।

৩. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।১৩, ১৪।।

[আচমন]

অতঃপর বেদীর পশ্চিমভাগে আসনে উপবিষ্ট বরকে কর্মকর্ত্তা এক সুন্দর জলপাত্র অর্থাৎ জল সহিত আচমন-পাত্র কন্যার হাতে দিবে। আচমন পাত্র দিবার সময় কন্যা বলিবে—

বধূ—ওম্ আচমনীযমাচমনীযমাচমনীযং প্রতিগৃহ্যতাম্ ।। ১২।।[১]

বধূ এই মন্ত্র বলিয়া আচমন পাত্র দিলে—

বর— ওম্ প্রতিগৃহ্ণামি ।। ১৩।।[২]

বধূর হাত হইতে আচমন পাত্র লইয়া বর আপন সম্মুখে রাখিবে। আচমন পাত্র হইতে ডান হাতের তালুতে জল লইয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্রমান্বয়ে বর তিনবার আচমন করিবে।

ওম্ আ মাগন্ যশসা সংসৃজ বর্চসা তং মা কুরু
প্রিযং প্রজানামধিপতিং পশূনামরিষ্টিং তনূনাম্ ।। ১৪।।[৩]

১২। বধূ—আচমনের জন্য জল দিতেছি, ইহাকে গ্রহণ করুন।

১৩। বর—আচমনের জন্য জল গ্রহণ করিলাম।

১৪। হে ! তুমি সর্বদিক্ হইতে আমায় পাইয়াছ। তুমি আমায় যশ ও বর্চস সহিত যুক্ত করো। তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি যেন পুত্র পৌত্র, বন্ধু, বান্ধবদের মধ্যে প্রিয় হইতে পারি। তুমি আমার শারীরিক নীরোগতা দান করো।।

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।৫-৬।।
২. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।৭।।
৩. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।১৫।।

এই আচমন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় বার আচমন করিবার পর, কর্ম-কর্ত্তা মধুপর্কের পাত্র কন্যার হাতে দিবে।

(কাঁসার ছোট্ট বাটিতে দধি, মধু ও ঘৃত বিষম পরিমাণ একত্র করিয়া গ্রহণযোগ্য করিবে। তিনটি কাঁসার পাত্র থাকিবে, কেবলমাত্র একটিতে প্রস্তুত মধুপর্ক * রাখিবে।)

কন্যা মধুপর্কের পাত্র তিনটি হাতে লইয়া বরকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য নম্রভাবে অনুরোধ করিয়া বলিবে—

বধূ—ওম্ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ।। ১।।[১]

বর মধুপর্কের পাত্র গ্রহণ করিয়া বলিবে—

বর—ওম্ প্রতিগৃহ্ণামি ।। ২।।[২]

বর মধুপর্ক যুক্ত কাঁসার পাত্রটি হাতে লইয়া পাত্রস্থিত মধুপর্কের প্রতি নিম্ন মন্ত্র বলিয়া দৃষ্টি দিবে।

১। বধূ—এই মধুপর্ক আপনার জন্য—আপনি গ্রহণ করুন।

২। বর—গ্রহণ করিলাম।

*মধুপর্ক প্রস্তুত বিধি—(১২) বার তোলা দধিতে (৪) চার তোলা মধু এবং (২) দুই তোলা ঘৃত মিশ্রিত করা উচিত। মধুপর্কের পাত্রও কাঁসার হওয়া উচিত।

—দয়ানন্দ সরস্বতী

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।৫-৬।।

২. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।৭।।

ওম্ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে ।। ৩।।[১]

নিম্ন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হস্তস্থিত মধুপর্কের কাঁসার পাত্রটি বাম হাতে লইবে এবং বলিবে—

ওম্ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্ণামি ।। ৪।।[২]

নিম্নলিখিত তিন মন্ত্র দ্বারা মধুপর্ককে অবলোকন করিয়া বলিবে—

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ মধু বাতা ঋতাযতে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ।। ১।।[৩]

৩। (মিত্রস্য চক্ষুষা) মিত্র অথবা স্নেহের দৃষ্টির সহিত (ত্বা) তোমাকে (প্রতীক্ষে) দেখিতেছি।

৪। (সবিতুঃ দেবস্য) সৃষ্টিকর্তার (প্রসবে) সৃষ্টিতে (অশ্বিনোর্বাহুভ্যাম্) বিশাল বাহু, তথা (পূষ্ণঃ হস্তাভ্যাম্) সংপুষ্ট হস্ত দ্বারা (প্রতিগৃহ্ণামি) তোমায় স্বীকার করিতেছি।

১। (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) হে প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক, সুখস্বরূপ ঈশ্বর। (ঋতাযতে) ঋতুর অনুকূল জীবনযাত্রা নির্বাহকারী রূপে (বাতাঃ) বায়ু (মধু) মধুর হইয়া প্রবাহিত হোক্। (সিন্ধবঃ মধু ক্ষরন্তি) নদ নদী সমূহে মধুর জল প্রবাহিত হোক্ (মাধ্বীঃ নঃ) আমাদের জন্য মধুর রসময় (ওষধীঃ সন্তু) ওষধি সমূহ উপলব্ধ হউক।

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।১৬।।

২. দ্রষ্টব্য পার০ গৃ০ ১।৩।১৭।। যজু০ ১। ১০।। প্রতিগৃহ্ণামি পাঠ রহিত।

৩. যজু০ ১৩।২৭।। ব্যাহৃতি রহিত পাঠ।

ওম্—ভূর্ভুবঃ স্বঃ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎপার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ।। ২।।[৪]

ওম্—ভূর্ভুবঃ স্বঃ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।। ৩।।[৫]

ওম্ নমঃ শ্যাবাস্যায়ান্নশনে যত্ত আবিদ্ধং তত্তে নিষ্কৃন্তানি ।। ৪।।[৬]

নিম্ন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বর স্বীয় দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধুপর্ককে তিনবার মিশ্রিত করিবে। এবং সেই মধুপর্ক হইতে ক্রমান্বয়ে পরে বর্ণিত বিধি অনুসারে ছিটাইবে।

২। (নক্তম্ উত উষসঃ) রাত্রি ও উষাকাল (মধু) মধুর হউক (পার্থিবং রজঃ) ধরিত্রীর প্রতি কণা (মধুমৎ) মধুময় হউক। (দ্যৌঃ পিতা) সকলের পালন পোষণকারী দ্যুলোক—আকাশ যথা সময় বর্ষণ করিয়া (নঃ মধু) আমাদের জীবনকে মধুর করুক।

৩। (নঃ) আমাদের জন্য (বনস্পতিঃ) বনস্পতি (মধুমান্) সুমধুর সমরতা পূর্ণ হউক। (সূর্যঃ) সূর্য্য (মধুমান্) মধুর (অস্তু) হউক (গাবঃ) গবাদি পশু (নঃ) আমাদের (মাধ্বীঃ) মধুর (ভবন্তু) হউক, মধুর দুগ্ধ দানকারী হউক।

৪। হে জঠরাগ্নে তোমাতে আহুতি প্রদানের জন্য এই অন্নবৎ মধুপর্ক, ইহাতে যাহা অভক্ষ্য পদার্থ আছে উহাকে ইহা হইতে পৃথক্ করিতেছি।

---

৪. ৫. যজু০ ১৩।২৮-২৯।। ব্যাহৃতি রহিত পাঠ।

৬. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।১৮।।

বর—ওম্ বসবস্ত্বা গায়ত্রেণ চ্ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু।। ১।। পূর্ব দিকে।

ওম্ রুদ্রাস্ত্বা ত্রৈষ্টুভেন চ্ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু।। ২।। দক্ষিণ দিকে।

ওম্ আদিত্যাস্ত্বা জাগতেন চ্ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু।। ৩।। পশ্চিমে। এবং

ওম্ বিশ্বে ত্বা দেবা আনুষ্টুভেন চ্ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু।। ৪।।

১। বর—হে মধুপর্ক ! (বসবঃ) বসু সংজ্ঞক ব্রহ্মচারী (গায়ত্রেণ ছন্দসা) বেদ প্রতিপাদিত গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা, অথবা গায়ত্রী মন্ত্র হইতে উদ্ভুত আনন্দদায়ক অর্থের সহিত (ত্বা) তোমায় (ভক্ষয়ন্তু) ভক্ষণ করুক।

২। হে মধুপর্ক ! (রুদ্রাঃ) রুদ্র সংজ্ঞক ব্রহ্মচারী (ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা) বেদ প্রতিপাদিত ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ দ্বারা অথবা ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্র হইতে উদ্ভুত আনন্দদায়ক অর্থের সহিত (ত্বা) তোমায় (ভক্ষয়ন্তু) ভক্ষণ করুক।।

৩। হে মধুপর্ক ! (আদিত্যাঃ) আদিত্য সংজ্ঞক ব্রহ্মচারী (জাগতেন ছন্দসা) বেদ প্রতিপাদিত জগতীছন্দ দ্বারা অথবা জগতী মন্ত্র হইতে উদ্ভূত আনন্দদায়ক অর্থের সহিত (ত্বা) তোমায় (ভক্ষয়ন্তু) ভক্ষণ করুক।।

৪। হে মধুপর্ক ! (বিশ্বে দেবাঃ) সর্ববিদ্যা বিশারদ্ সমস্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি (অনুষ্টুভেন ছন্দসা) বেদ প্রতিপাদিত অনুষ্টুপ্ ছন্দ দ্বারা অথবা অনুষ্টুপ্ মন্ত্র হইতে উদ্ভুত আনন্দদায়ক অর্থের সহিত (ত্বা) তোমায় ভক্ষয়ন্তু) ভক্ষণ করুক।।

উত্তর দিকে অল্প অল্প ছিটাইবে,

ওম্ ভূতেভ্যস্ত্বা পরিগৃহ্ণামি ।। ৫ ।।[১]

এ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পাত্রের মধ্য ভাগ হইতে তিনবার মধুপর্ক উপরে ছিটাইবে। তাহার পর সেই মধুপর্ককে তিনটি কাঁসার পাত্রে তিন ভাগ করিয়া নিজের সম্মুখে ভুমিতে রাখিবে। এবং ক্রমান্বয়ে তিনটি পাত্র হইতে নিম্ন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রুচি অনুসারে খাইবে।

অবশিষ্ট থাকিলে জলে ফেলিয়া দিবে।

ওম্ যন্মধুনো মধব্যং পরমং রূপমন্নাদ্যম্।
তোনহং মধুনো মধব্যেন পরমেণ রূপেণান্নাদ্যেন
পরমো মধব্যোঽন্নাদোঽসানি ।। ৬ ।।[২]

ইহার পর

৫। (ভূতেভ্যঃ) প্রাণী সমূহের উদ্দেশ্যে (ত্বা) তোমায় (পরিগৃহ্ণামি) গ্রহণ করিতেছি। তোমরাও এই অংশ গ্রহণ কর।।

৬। (যন্মধুনঃ) যাহা ফুলের রস মধুর (মধব্যম্) মধুরতা (পরমম্) উৎকৃষ্টতাময় (রূপম্) রূপবান এবং (অন্নাদ্যম্) অন্নের তুল্য উপভোগ্য (তেন মধুনঃ) মধুর সেই (মধব্যেন) মাধুর্য্য দ্বারা (অন্নাদ্যেন) অন্নবৎ ভক্ষণীয় (পরমেন রূপেন) সুন্দর স্বরূপ সহিত পরমঃ) সর্বোৎকষ্ট (মধব্যঃ) মধুর স্বভাব যুক্ত (অন্নাদঃ) অন্ন ভক্ষণকারী (অসানি) আমি যেন হই। অর্থাৎ যাহা পুষ্পের সার মধু উহাই অন্নাদ্য ভক্ষণ যোগ্য।।

---

১. আশ্ব০ গৃহ্য০ ১।২৪।১৫।। 'পরিগৃহ্ণামি' অধ্যাহৃত পদ।

২. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।২০।।

এই দুই মন্ত্র দ্বারা বার বার আচমন করিবে।*

ওম্ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা।।
ওম্ সত্যং যশঃ শ্রীর্ময়ি শ্রীঃশ্রয়তাং স্বাহা ।।[১]

নিম্ন মন্ত্র দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহের জল দ্বারা স্পর্শ করিবে।

ওম্ বাঙ্ম আস্যেঽস্তু।। এই মন্ত্র দ্বারা মুখ।
ওম্ নসোর্মে প্রাণোঽস্তু।। এই মন্ত্র দ্বারা নাসিকা।
ওম্ অক্ষোর্মে চ চক্ষুরস্তু।। এই মন্ত্র দ্বারা দুই চোখ।
ওম্ কর্ণযোর্মে শ্রোত্রমস্তু ।। এই মন্ত্র দ্বারা দুই কান।
ওম্ বাহ্বোর্মে বলমস্তু।। এই মন্ত্র দ্বারা দুইবাহু।
ওম্ উর্বোর্ম ওজোঽস্তু।। এই মন্ত্র দ্বারা দুই জঙ্ঘা।
ওম্ অরিষ্টানি মেঽঙ্গানি তনূস্তন্বা মে সহসন্তু।।
এই মন্ত্র দ্বারা সমস্ত দেহে মার্জন করিবে।

[গোদান]

কন্যা নিম্ন বাক্য উচ্চারণ করিয়া বরকে বিনীতভাবে যথাশক্তি তাহার উপযুক্ত গোদানাদি দ্রব্য অর্পণ করিবে। এবং

বধূ—ওম্ গৌর্গৌর্গৌঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ।। ১।।[২]
বধূ—ওম্ প্রতিগৃহ্নামি ।। ২।।

---

১. আশ্বলা০ গৃ০ কাং ১। কাং ২৪ । সূক্ত ২১, ২২
২. পার০ গৃহ্য০ ১।৩।২৬।।
*অর্থাৎ প্রথমটি দ্বারা একবার এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা দ্বিতীয় বার বর আচমন করিবে।

এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবে। এইভাবে মধুপর্কবিধি* যথাবৎ সম্পন্ন করিয়া বধূ ও কর্মকর্ত্তা বরকে লইয়া সুসজ্জিত সভামণ্ডপ স্থলে; যে স্থানে নিমন্ত্রিত বিদ্বান্ সজ্জন আমন্ত্রিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন,—গমন করিয়া শুভাসনে পূর্বাভিমুখে উপবেশন করাইয়া বরের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে বধুকে বসাইবে। কর্ম-কর্ত্তা উত্তরাভিমুখে বসিয়া।

[কন্যা প্রতিগ্রহণ]

কর্মকর্ত্তা—ওম্ অমুক[১] গোত্রোৎপন্নামিমামুকনাম্নী
মলঙ্কৃতাং[২] কন্যাং প্রতি গৃহ্লাতু ভবান্ ॥ ১॥

বাক্য উচ্চারণ করিয়া বরের চিৎকরা হাতের উপর বধূর চিৎকরা দক্ষিণ হস্তটিকে রাখিয়া দিলে।

বর—ওম্ প্রতিগৃহ্লামি ॥ ২॥

বাক্য উচ্চারণ করিয়া সমর্পিত কন্যাকে গ্রহণ করিবে।

---

*(যদি মধুপার্ক বিধির জন্য পৃথক্ স্থান স্থির না থাকে তাহা হইলে সভামণ্ডপে মধুপর্ক আদি কর্ম করণীয়।)

১। "অমুক" পদ স্থলে যে গোত্রে বা কুলে কন্যা জন্ম লইয়াছে সেই গোত্রের নাম উচ্চারণ করিবে। এখানে বর ও বধূ উভয়ের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের গোত্র উচ্চারণ করিয়া নাম লওয়ার বিধান আছে (দ্র০ পা০ গৃ০ ১।৪। হরিহর ভাষ্য)

২। 'অমুকণাম্নীম্' স্থলে বধুর নামের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন বলিবে।

[কন্যাকে বস্ত্রাদি দান]

তদনন্তর বর বধূর জন্য উত্তম বস্ত্র লইয়া নিম্ন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আদর পূর্বক বধূকে দিবে।

ওম্ জরাং গচ্ছ পরিধৎস্ব বাসো ভবাকৃষ্টীনামভিশস্তিপাবা। শতং চ জীব শরদঃ সুবর্চা রয়িং চ পুত্রাননুসংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ।। ১।।[১]

ওম্ যা আকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেবীস্তন্তূনভিতো ততন্থ।
তাস্ত্বা দেবীর্জরসে সংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ।। ২।।[২]

এই মন্ত্র বলিয়া বধূকে বর উপবস্ত্র দিলে বধূ উহাকে যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ধারণ করিবে।

১। হে বধূ ! তুমি আমার সহিত জরা অবস্থা পর্য্যন্ত থাকো। এই বস্ত্র যাহা তোমায় দিতেছি, আজীবন দিতে থাকিব তুমি ইহাকে পরিধান করো। আকর্ষক জনসমাজে অভিনন্দিতা হও। বর্চস্বিনী হইয়া শতায়ু লাভ করো। ধন ধান্য পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া অনুবর্ত্তিনী হইয়া সঞ্চরশীলা হও। হে আয়ুষ্মতী দেবি ! এই বস্ত্র শরীর রক্ষার্থে লজ্জা নিবারণের জন্য ধারণ করো।

২। আমাদের গৃহে যে সমস্ত দেবী এই বস্ত্র বয়নার্থে সূতা কাটিয়াছে, বয়ন করিয়াছে, যে সুশিক্ষিতা দেবীরা এই বস্ত্রকে সর্বতোভাবে বিস্তৃত করিয়াছে তুমিও বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহাদের ন্যায় সূতা কাটিয়া বস্ত্র বয়ন করিও। হে আয়ুষ্মতি এই বস্ত্রকে শরীর রক্ষা ও লজ্জা নিবারণার্থে ধারণ করো।

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৪।১২।।

২. পার০ গৃহ্য০ ১।৪।১৩।।

এইভাবে বর ও বধূ প্রাপ্ত বস্ত্রাদি অন্যত্র পরিধান করিয়া যত সময় না প্রস্তুত হইয়া আসে তত সময়, কর্মকর্ত্তা অথবা অপর কেহ যজ্ঞমণ্ডপে গিয়া কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইয়া ইন্ধন ও কর্পূর এবং ঘৃত দ্বারা যজ্ঞকুণ্ডস্থ অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিবে। আহুতির জন্য সুগন্ধ মিশ্রিত ঘৃত পৃথক্ পাত্রে রাখিয়া অগ্নিতে তপ্ত করিয়া কাঁসার পাত্রে রাখিবে। তথা স্রুবা প্রভৃতি হোম করিবার পাত্র তথা শুদ্ধ জলপাত্র, হবন সামগ্রী ইত্যাদি যজ্ঞকুণ্ডের যথাস্থানে রাখিয়া দিবে।

বরপক্ষের একজন পুরুষ শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া শুদ্ধ জল পুর্ণ এক কলস লইয়া যজ্ঞকুণ্ডকে পরিক্রমা করিয়া যজ্ঞকুণ্ডের দক্ষিণভাগে উত্তরাভিমুখী হইয়া কলস রাখিয়া অর্থাৎ ভূমির উপর ভালভাবে নিজের সামনে রাখিয়া; যত সময় না বিবাহ সংস্কার পূর্ণ হয়, তত সময় উত্তরাভিমুখী হইয়া বসিয়া থাকিবে।

এইভাবে বরপক্ষের অপর একজন পুরুষ হাতে দণ্ড লইয়া কুণ্ডের দক্ষিণ ভাগে বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত উত্তরাভিমুখে বসিয়া থাকিবে।

আর এইভাবে বধূর সহোদর ভাই অথবা সহোদর ভাই না থাকিলে খুড়তুতো ভাই, মামার অথবা মাসীর ছেলে—ধানের খৈ এর সহিত এবং শমী বৃক্ষের শুষ্কপত্র মিশ্রিত করিয়া, শমীপত্র মিশ্রিত ধানের তুষ সহিত খৈ চার অঞ্জলি পরিমাণ একটি শুদ্ধ কুলোয় রাখিয়া ধানের খৈ সহিত কুলো লইয়া যজ্ঞ কুণ্ডের পশ্চিমভাগে পূর্বাভিমুখে বসিয়া থাকিবে।

ইহার পর কর্মকর্ত্তা একটি সপাট শিলা, যাহা দেখিতে সুন্দর ও মনোরম তথা বর ও বধূকে যজ্ঞকুণ্ডের সমীপ বসিবার জন্য দুইটি কুশাসন অথবা যজ্ঞিয় তৃণাসন অথবা যজ্ঞিয় বৃক্ষের বল্কল, যাহা পূর্ব হইতে স্থির রক্ষিত আছে সেই আসনও রাখিয়া দিবে।

বর ও বধূ প্রাপ্ত বস্ত্রাদি ধারণ করিবে।* উপবস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া অপর কোন একান্ত কামরায় যাইয়া

[বরের বস্ত্র পরিধান]

বর—ওম্ পরিধাস্যৈ যশোধাস্যৈ দীর্ঘায়ুত্বায় জরদষ্টিরস্মি।
শতং চ জীবামি শরদঃ পুরূচী রায়স্পোষমভি সংব্যয়িষ্যে ।।[৩]

বর—ওম্ যশসা মা দ্যাবাপৃথিবী যশসেন্দ্রাবৃহস্পতী।
যশো ভগশ্চ মা বিন্দদ্যশো মা প্রতিপদ্যতাম্ ।।[৪]

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বর নিজে উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিবে।

[বর ও বধূর যজ্ঞ মণ্ডপে আগমন]

অতঃপর বস্ত্রালঙ্কার বিভূষিতা কন্যাকে কর্ম-কর্ত্তা বরের সম্মুখে আনিবে। সেই সময়—

৩. পার০ কাং০ ২। কাং০ ৬ । ২০।।

৪. পারস্কর০ কাং০ ২। কং ৬। ২১।।

*ব্যবস্থা বিপর্য্যায়ে যদি বস্ত্রাদি পরিবর্তনের অসুবিধা ঘটে তাহা হইলে বস্ত্রাদি আদান প্রদান মাত্র করিয়া, পরবর্তী বিধি আরম্ভ করিবে।

বর ও বধু—ওম্ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।। ১।।[1]

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহার পর বর [স্বীয়] দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বধূর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

১। বর ও বধূ বলিবে—(বিশ্বে দেবাঃ) এই যজ্ঞশালায় উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলি। আপনারা আমাদের উভয়কে (সমঞ্জন্তু) নিশ্চিত রূপে জানুন যে, আমরা আপন প্রসন্নতা সহকারে গৃহস্থাশ্রমে একত্র বসবাস করিবার জন্য একে অন্যকে স্বীকার করিতেছি। (নৌ) আমাদের উভয়ের (হৃদযানি) হৃদয় (আপঃ)' জলের ন্যায় (সম্) শান্ত ও মিলিত হইয়া থাকিবে। যেরূপ (মাতরিশ্বা) প্রাণ বায়ু আমাদের প্রিয়, তদ্রূপ (সম্) উভয়ে একে অপরের প্রতি সদা প্রসন্ন থাকিবে। যেরূপ (ধাতা) ধারণ কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের মধ্যে (সম্) মিলিয়া মিশিয়া সমস্ত জগৎকে ধারণ করেন সেইরূপ আমরা উভয়ে একে অপরকে ধারণ করিব। যেরূপ (সমুদেষ্ট্রী) উপদেশক শ্রোতৃবর্গের সহিত প্রীতিভাব রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ (নৌ) আমাদের উভয়ের আত্মা একে অপরের সহিত প্রেম প্রীতি সহকারে (দধাতু) দৃঢ় হইয়া ধারণ করুক।

—দয়ানন্দ সরস্বতীর

---

১. ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪৭।। পার০ গৃহ্য০ ১।৪।১৪।।

ওম্ যদৈষি মনসা দূরং দিশোঽনুপবমানো বা।
হিরণ্যপর্ণো বৈকর্ণঃ স ত্বা মন্মানসাং করোতু, অসৌ* ॥ ২॥[১]

ইহার পর, বধূকে সঙ্গে লইয়া গৃহের বাহিরে (যজ্ঞ মণ্ডপ স্থলে) যজ্ঞকুণ্ডের সমীপ হস্ত ধৃত অবস্থায় উভয়ে আসিবে এবং বলিবে—

বর ও বধূ—ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃসুমনাঃ সুবর্চাঃ। বীরসূদেবৃকামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ ৩॥[২]

২। বর—হে বরাননে ! (যৎ) যে তুমি (মনসা) স্বীয় ইচ্ছায় আমাকে, যেরূপ (পবমানঃ) পবিত্র বায়ু (বা) অথবা যেরূপ (হিরণ্যপর্ণো বৈকর্ণঃ) তেজোময় জল আদিকে কিরণ দ্বারা গ্রহণকারী সূর্য্য (দূরম্) দূরস্থ পদার্থ সমূহ এবং (দিশোঽনু) দিশা সমূহকে স্বীকার করে সেইরূপ তুমিও সপ্রেম নিজ ইচ্ছায় আমাকে স্বীকার করিতেছ। (ত্বা) তোমাকে (সঃ) সেই পরমেশ্বর (মন্মনসাম্) আমার মনের অনুকূল (করোতু) করুন।

বধু—হে বীর শ্রেষ্ঠ ! আপনি সর্বান্তঃকরণে আমাকে যে (ঐষি) লাভ করিয়াছেন, জগদীশ্বর আপনাকে যেন সদা আমার অন্তঃকরণের অনুকূল রাখেন।

—দয়ানন্দ সরস্বতী

---

* (অসৌ) এই পদস্থলে কন্যার নাম উচ্চারণ করিবে।

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৪।১৫॥

২. ঋ০ ১০।৮৫।৪৪॥ মন্ত্রে ব্যাহৃতি অতিরিক্তভাবে যুক্ত।

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। সা নঃ পূষা শিবতমামৈরয সা না উরূ উশতী বিহর। যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেফং যস্যামু কামা বহবো নিবিষ্ট্যৈ ।। ৪ ।।[১]

এই চারিটি মন্ত্র বর উচ্চারণ করিবে। বর ও বধূ উভয়ে যজ্ঞকুণ্ডের প্রদক্ষিণা করিয়া কুণ্ডের পশ্চিমভাগে পূর্ব নির্ধারিত আসনে পূর্বাভিমুখে বরের দক্ষিণ ভাগে বধূ এবং বধূর বামভাগে বর বসিয়া বধূ বলিবে।

বধূ—ওম্ প্র মে পতিযানঃ পন্থা কল্পতাꣳ শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেযম্ ৪ ।।[২]

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

[ঋত্বিগ্বরণ]

তৎপশ্চাৎ যজ্ঞকুণ্ডের নিকট দক্ষিণভাগে উত্তরাভিমুখে পুরোহিত স্থাপন (বরণ) কর্তব্য।

যজমানোক্তিঃ—'ওমাবসোঃ সদনে সীদ'।।

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজমান ঋত্বিজ্‌কে কর্ম করাইবার স্বীকৃতির কামনা করিয়া প্রার্থনা করিবে।

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৪।১৬।। মন্ত্রে ব্যাহৃতি অতিরিক্ত।

২. মন্ত্র ব্রা০ ১।১।৮।। 'পতিযান' একং পদমিতি সাযণঃ 'পতি যা নঃ পদত্রযমিতি গুণবিষ্ণুঃ ।।

ঋত্বিগুক্তিঃ—'ওম্ সীদানি'।।

ইহা বলিয়া ঋত্বিজের জন্য রক্ষিত আসনে ঋত্বিজ্ বসিবে।*

যজমানোক্তিঃ—'অহমদ্যোক্তকর্মকবণায ভবন্তং বৃণে'।

ঋত্বিগুক্তিঃ—'বৃতোঽস্মি'।

[আচমন-অঙ্গ স্পর্শ ও মার্জন]

স্বীয় আচমন পাত্র হইতে সকলে, যাঁহারা যজ্ঞকর্মের জন্য বসিয়াছেন তাঁহারা ; আচমন ও অঙ্গ স্পর্শ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিন বার আচমন ও অঙ্গস্পর্শ দ্বারা মার্জন করিবেন। অর্থাৎ

[আচমন মন্ত্র]

ওম্ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা ।। ১।। প্রথম,

ওম্ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা ।। ২।। দ্বিতীয়,

ওম্ সত্যং যশঃ শ্রীর্ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং স্বাহা ।। ৩।। তৃতীয়,

---

১। এই সময় আপন পরিবারের যজ্ঞাদি গৃহ্য কর্ম করাইবার জন্য কোন পুরোহিতকে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করা উচিত। ভবিষ্যৎ কর্ম কাণ্ড এই পুরোহিতই করাইবেন।

২। গোভিল গৃহ্য সূত্র। ১।৫।১৫।।

---

*পুরোহিত আসন গ্রহণ করিলে কর্ম্ম কর্ত্তা পুরোহিতের গলে মাল্যাদি দিয়া বরণ করিবে এবং বস্ত্র ও দ্রব্যাদি দিবে।

ইহার দ্বারা তৃতীয় আচমন করিয়া তাহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা বাম হস্তের তালুতে জল লইয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা অঙ্গ স্পর্শ করিয়া মার্জন করিবে।

ওম্ বাঙ্ ম ২ আস্যেঽস্তু।। এই মন্ত্র দ্বারা মুখ,

ওম্ নসোর্মে প্রাণোঽস্তু।। নাসিকার দুই ছিদ্র,

ওম্ অক্ষ্ণোর্মে চক্ষুরস্তু।। দুই চুক্ষ,

ওম্ কর্ণযোর্মে শ্রোত্রমস্তু।। দুই কান,

ওম্ বাহ্বোর্মে বলমস্তু।। দুই বাহু,

ওম্ উর্বোর্ম ২ ওজোঽস্তু।। দুই জঙ্ঘা। এবং

ওম্ অরিষ্টানি মেঽঙ্গানি তনূস্তন্বা মে সহ সন্তু।।[১]

মার্জন করা হইলে বেদীতে সমিধা চয়ন করিবে। পুনঃ—

[অগ্ন্যাধান]

(একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট থালায়, থালার পরিমাপ মত কয়েকটি শুষ্ক সমিৎ যজ্ঞকুণ্ডের পাশে প্রথম হইতেই রক্ষিত হওয়া উচিত। কেননা, উহাতেই কর্পূর জ্বালাইয়া অগ্ন্যাধান করিতে হইবে।)

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।।[২]

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘৃত-প্রদীপ জ্বালাইবে এবং সেই দীপ শিখায় কর্পূর খণ্ড জ্বালাইয়া পূর্ব হইতে রক্ষিত ছোট্ট থালায় উহা রাখিয়া, উহাতে

---

১. পারস্কর গৃহ্য০ ১।৩।২৫।।

২. গোভিল গৃহ্য০ ১।১।১১।।

ছোট ছোট সমিৎ, সাজাইয়া সাজাইয়া অগ্নিকে সমধিক তীব্র করিবার জন্য ; পরিমাণ মত স্থাপন করিবে।

অগ্নি সমধিক তীব্র হইলে বর-বধূ অথবা পুরোহিত সেই পাত্রটি দুই হস্তে উঠাইয়া, পরবর্ত্তী মন্ত্র দ্বারা অগ্ন্যাধান (অগ্নি স্থাপন) করিবে।

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বর্দ্যৌরিব ভূম্না পৃথিবীব বরিম্ণা।
তস্যাস্তে পৃথিবি দেবযজনি পৃষ্ঠেঽগ্নিমন্নাদমন্নাদ্যায়াদধে।।

যজুঃ ৩। ৫।।

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞকুণ্ড বা বেদীর মধ্যভাগে অগ্নিকে স্থাপন করিবে। তৎ পশ্চাৎ পরিমাণ মত সমিধা ও প্রয়োজন মত কর্পূর উহাতে দিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পাখার বাতাস দিয়া অগ্নিকে তীব্র করিবে।

ওম্ উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্তে সংসৃজেথাময়ং চ।
অস্মিন্‌ৎ সধস্থে হ্যধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত।।

যজুঃ ১৫। ৫৪।।

যখন সমিধায় অগ্নি প্রবিষ্ট হইতে থাকিবে তখন চন্দন অথবা আম্র বা পলাশ আদির ছয়টি আঠ আঙুল পরিমিত সমিৎ ঘৃত পাত্রে ডুবাইয়া উহা হইতে একটি একটি সমিৎ লইয়া উভয়ে (বর ও বধূ) **প্রথম মন্ত্র** দ্বারা প্রথম সমিৎ, **দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র** দ্বারা দ্বিতীয় সমিৎ এবং **চতুর্থ মন্ত্র** দ্বারা তৃতীয় সমিৎ যজ্ঞ কুণ্ডের অগ্নিতে আহুতি দিবে।

ওম্ অযং ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্ব বর্ধস্ব চেদ্ধ বধয চাস্মান্ প্রজযা পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সমেধয স্বাহা।। ইদমগ্নযে জাতবেদসে—ইদং ন মম ।। ১।।[১] এই মন্ত্র দ্বারা প্রথম,

ওম্ সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধযতাতিথিম্ আস্মিন্ হব্যা জুহোতন স্বাহা।। ইদমগ্নযে—ইদং ন মম ।। ২।। ইহার দ্বারা, এবং

ওম্ সুসমদ্ধায শোচিযে ঘৃতং তীব্রং জুহোতন। অগ্নযে জাতবেদসে স্বাহা।। ইদমগ্নযে জাতবেদসে—ইদং ন মম ।। ৩।। ইহার দ্বারা অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয়, এবং

ওম্ তন্ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্দ্ধযামসি বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য স্বাহা।। ইদমগ্নযেঽঙ্গিরসে—ইদং ন মম ।। ৪।। যজুঃ ৩। ১, ২, ৩,।।

ইহার দ্বারা তৃতীয় সমিধার আহুতি দিবে।

এই মন্ত্র দ্বারা সমিদাধান করিয়া হোমের শাকল্য, যাহা যথাবৎ বিধি অনুসারে প্রস্তুত করা হইয়াছে উহাকে সুবর্ণ, রৌপ্য অথবা কাঁসার ধাতু পাত্রে অথবা কাষ্ঠ পাত্রে সুরক্ষিত রাখিবে ঘৃতাদি গরম করিয়া এবং ছাঁকিয়া উহাতে সুগন্ধাদি পদার্থ মিলাইয়া পাত্রে রাখিবে।

---

১. স্বাহা পর্য্যন্ত মন্ত্র আশ্ব০ গৃহ্য০ ১। ১০। ১২।। ইদং...ইদং ন মম' অংশটি সর্বত্র মন্ত্র বহির্ভূত। ইহা যজ্ঞ কর্মে স্ব স্বত্ব-নিবৃত্তি পূর্বক জানিবে। দেবতাস্বত্বাপাদন করিবার জন্য যজমানকে বলিতে হয়।

রক্ষিত ঘৃত হইতে কম পক্ষে ৬ মাসা পরিমিত ঘৃত স্রুবায় পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা পাঁচটি আহুতি দিবে।

ওম্ অয়ং ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্ব বর্ধস্ব চেদ্ধ
বর্ধয় চাস্মান্ প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সমেধয় স্বাহা।।
ইদমগ্নয়ে জাতবেদসে—ইদং ন মম॥

[জল সেচন]

ইহার পর হস্তাঞ্জলি ভরিয়া যজ্ঞকুণ্ডের বা বেদীর পূর্ব আদি দিশার চারিদিকে জল সেচন করিবে।

ওম্ অদিতেঽনুমন্যস্ব।। এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব।
ওম্ অনুমতেঽনুমন্যস্ব।। ইহা দ্বারা পশ্চিম।
ওম্ সরস্বত্যনুমন্যস্ব।। ইহা দ্বারা উত্তর; এবং
ওম্ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচং নঃ স্বদতু।।[1]
এই মন্ত্র দ্বারা বেদীর চতুর্দিকে জল সেচন করিবে।

[অঘারাবাজ্যাহুতি ও আজ্যভাগাহুতি]

বর বধূ পুরোহিত ও কার্য্যকর্ত্তা অর্থাৎ যজমান নিম্ন মন্ত্র দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবে।

ওম্ অগ্নয়ে স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে—ইদং ন মম।।[2]

প্রজ্বলিত সমিধার উত্তর ভাগে।

---

১. ২. যজুঃ ৩০।১॥ যজু০ ১০।৫; ২২।৬,২৭॥ গোভি০ ১।৮।৫॥

ওম্ সোমায স্বাহা।। ইদং সোমায—ইদং ন মম।।[1]

প্রজ্জ্বলিত সমিধার **দক্ষিণ** ভাগে।

ওম্ প্রজাপতযে স্বাহা।। ইদং প্রজাপতযে—ইদং ন মম।।[2]
ওম্ ইন্দ্রায স্বাহা।। ইদমিন্দ্রায—ইদং ন মম।।[3]

এই দুই মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞকুণ্ডের **মধ্যভাগে** দুইটি আহুতি দিবে। ইহার পর।

[চার ব্যাহৃতি আহুতি]

ওম্ ভুরগ্নযে স্বাহা।। ইদমগ্নযে—ইদং ন মম।। ১।।
ওম্ ভুবর্বাযবে স্বাহা।। ইদং বাযবে—ইদং ন মম।। ২।।
ওম্ স্বরাদিত্যায স্বাহা।। ইদমাদিত্যা—ইদং ন মম।। ৩।।
ওম্ ভূর্ভুরঃ স্বরগ্নিবায্বাদিতেভ্যঃ স্বাহা।। ইদমগ্নিবায্বাদিত্যেভ্যঃ—ইদং ন মম।। ৪৪।।

[অষ্টাজ্যাহুতি]

ওম্ ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেডোঽব যাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্র মুমুগ্ধ্যস্ম্যৎ স্বাহা।। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্—ইদং ন মম।। ১।।

---

১. যজুঃ ১০।৫ ; ২২।।৬, ২৭।। গো০ গৃ০ ১।৮।২৫।। ২. যজু০ ২২।৩২।।
৩. যজুঃ ২২।৬, ২৭।। ৪. গো০ গৃ০ ১।৮।১৪।।

ওম্ স ত্বং নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ।
অব যক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃডীকং সুহবো ন এধি স্বাহা।।
ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্—ইদং ন মম।। ২।। ঋ০ ৪।১।৪,৫।।

ওম্ ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃডয় ত্বামবস্যুরাচকে স্বাহা।।
ইদং বরুণায—ইদং ন মম।। ৩।। ঋ০ ১।২৫।১৯।।

ওম্ তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ।
অহেডমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ স্বাহা।। ইদং
বরুণায—ইদং ন মম।। ৪।। ঋ০ ১।২৪।১১।।

ওম্ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ।
তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুত স্বর্কাঃ স্বাহা।। ইদং
বরুণায সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ—ইদং
ন মম।। ৫।। কাত্যা০ ২৫।১।১১।।

ওম্ অযাশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্বমযাসি।
অযা নো যজ্ঞং বহাস্যযা নো ধেহি ভেষজং স্বাহা।।
ইদমগ্নযে অযসে—ইদং ন মম।। ৬।। কাত্যা০ ২৫।১।১১।।

ওম্ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায।
অথা বযমাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতযে স্যাম স্বাহা।।
ইদং বরুণাযাঽঽদিত্যাযাঽদিতযে চ—ইদং ন মম।। ৭।।
ঋ০ ১।২৪।১৫।।

ওম্ ভবতন্নঃ সমনসৌ সচেতসাবরেপসৌ। মা যজ্ঞং হিং সিষ্টং মা যজ্ঞপতিং জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ স্বাহা।। ইদং জাতবেদোভ্যাম্—ইদং ন মম।। ৮।। ঋ০ ৫। ৪।।

[প্রধান হোম]

প্রধান হোমের সময় বধূ নিজ দক্ষিণ হস্ত বরের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া রাখিবে। ঘৃতাহুতি কেবল বর দিবে।

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। অগ্ন আয়ূংষি পবস আ
সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা।।
ইদমগ্নযে পবমানায—ইদং ন মম ।। ১।। যজু০ ১৯। ৩৮।।

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ
পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগযং স্বাহা।। ইদমগ্নযে
পবমানায—ইদং ন মম ।। ২।। যজু০ ২৬। ৯।।

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ
সুবীর্যম্ দধদ্রযিং মযি পোষং স্বাহা।। ইদমগ্নযে
পবমানায—ইদং ন মম ।। ৩।।
ঋ০ ৯। ৬৬। ১৯-২১।। যজু০ ৮। ৩৮।।

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভুব। যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বযং স্যাম পতযো রযীণাম্ স্বাহা।। ইদং প্রজাপতযে—ইদং ন মম ।। ৪।।
ঋ০ ১০। ১২১। ১০।। যজু০ ২৩। ৬৫।।

এই চারটি আহুতি ক্রমান্বয়ে দিয়া, এবং।

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ত্বমর্যমা ভবসি যৎকনীনাং নাম স্বধাবন্ গুহ্যং বিভর্ষি অঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্যদ্দম্পতী সমনসা কৃণোষি স্বাহা।।—ইদমগ্নয়ে—ইদন্নমম।। ৫।।[১]

ঋ০ ৫।৩।২।। আশ্ব০ ১।৪।৭।।

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পঞ্চম আহুতি দিবে। অতঃপর বধূ বরের স্কন্ধ হইতে হাত সরাইয়া স্রুবায় (চামচ) ঘৃত লইয়া পরবর্ত্তী দ্বাদশটি মন্ত্র দ্বারা বর ও বধূ উভয়ে ঘৃতাহুতি আরম্ভ করিবে।

ওম্ ঋতাষাড় ঋতধামাগ্নির্গন্ধর্বঃ। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্।। ইদমৃতাষাহে ঋতধাম্নে ২ অগ্নয়ে গন্ধর্বায —ইদন্ন মম।। ১।।

ওম্ ঋতাষাড়ৃতধামাগ্নির্গন্ধর্বস্তস্যৌষধয়োঽপ্সরসো মুদো নাম। তাভ্যঃ স্বাহা ইদমোষধিভ্যোঽপ্সরোভ্যো মুদ্ভ্যঃ—ইদন্ন মম।।২।।

ওম্ সংহতো বিশ্বসামা সূর্যো গন্ধর্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্।। ইদং সংহিতায বিশ্বসাম্নে সূর্যায গন্ধর্বায—ইদন্ন মম।। ৩।।

ওম্ সংহিতো বিশ্বসামা সূর্যো সন্ধর্বস্তস্য মরীচয়োঽপ্সরস আয়ুবো নাম। তাভ্যঃ স্বাহা।। ইদং মরীচিভ্যোঽপ্সরোভ্য আয়ুভ্যঃ—ইদন্ন মম।। ৪।।

---

১. ব্যাহৃতি সমূহ, স্বাহা পদ তথা 'ইদং-ন মম' মন্ত্রবহির্ভূত।

ওম্ সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্বঃ। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ ।। ইদং সুষুম্ণায় সূর্যরশ্ময়ে সুর্যরশ্ময়ে চন্দ্রমসে গন্ধর্বায়—ইদন্ন মম।। ৫।।

ওম্ সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিচন্দ্রমা গন্ধর্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম। তাভ্যঃ স্বাহা।। ইদং নক্ষত্রেভ্যোঽপ্সরোভ্যো বেকুরিভ্যঃ—ইদন্ন মম।। ৬।।

ওম্ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্বঃ। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ ইদমিষিরায় বিশ্বব্যচসে বাতায় গন্ধর্বায়—ইদন্ন মম।। ৭।।

ওম্ ইধিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্বস্তস্যাপো। অপ্সরস উর্জ্জো নাম। তাভ্যঃ স্বাহা।। ইদমভ্ভোঽপ্সরোভ্য ঽ উর্গ্ভ্যঃ—ইদন্ন মম।। ৮।।

ওম্ ভূজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্।। ইদং ভূজ্যবে সুপর্ণায় যজ্ঞায় গন্ধর্বায়—ইদন্ন মম।। ৯।।

ওম্ ভূজ্যু সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্বস্তস্য দক্ষিণা অপ্সরস স্তাবা নাম। তাভ্যঃ স্বাহা।। ইদং দক্ষিণাভ্যোঽপ্সরোভ্যঃ স্তাবাভ্যঃ—ইদন্ন মম।। ১০।।

ওম্ প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা মনো গন্ধর্বঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ ।। ইদং প্রজাপতয়ে বিশ্বকর্মণে মনসে গন্ধর্বায়—ইদন্ন মম।। ১১।।

ওম্ প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা মনো গন্ধর্বস্তস্য ঋক্সামান্যপ্ সরস এষ্টো নাম। তাভ্যঃ স্বাহা ।। ইদমৃক্সামেভ্যোঽপ্সরোভ্য এষ্টিভ্যঃ—ইদন্ন মম।। ১২[১]।।

[জয়া হোম]

ওম্ চিত্তং চ স্বাহা ।। ইদং চিত্তায—ইদন্ন মম।। ১।।
ওম্ চিত্তিশ্চ স্বাহা ।। ইদং চিত্ত্যৈ—ইদন্ন মম।। ২।।
ওম্ আকূতং চ স্বাহা ।। ইদমাকূতায—ইদন্ন মম।। ৩।।
ওম্ আকূতিশ্চ স্বাহা ।। ইদমাকুত্যৈ—ইদন্ন মম।। ৪।।
ওম্ বিজ্ঞাতং চ স্বাহা ।। ইদং বিজ্ঞাতায—ইদন্ন মম।। ৫।।
ওম্ বিজ্ঞাতিশ্চ স্বাহা ।। ইদং বিজ্ঞাত্যৈ—ইদন্ন মম।। ৬।।
ওম্ মনশ্চ স্বাহা ।। ইদং মনসে—ইদন্ন মম।। ৭।।
ওম্ শক্করীশ্চ স্বাহা ।। ইদং শক্করীভ্যঃ—ইদন্ন মম।। ৮।।
ওম্ দর্শশ্চ স্বাহা ।। ইদং দর্শায—ইদন্ন মম।। ৯।।
ওম্ পৌর্ণমাসং চ স্বাহা ।। ইদং পৌর্ণমাসায—ইদন্ন মম।। ১০।।
ওম্ বৃহচ্চ স্বাহা ।। ইদং বৃহতে—ইদন্ন মম।। ১১।।
ওম্ রথন্তরং চ স্বাহা ।। ইদং রথন্তরায—ইদন্ন মম।। ১২।।

ওম্ প্রজাপতির্জযানিন্দ্রায বৃষ্ণে প্রাযচ্ছদুগ্রঃ পৃতনা জযেযু। তস্মৈ বিশঃ সমনন্ত সর্বাঃ স উগ্রঃ স ইহব্যো বভূব স্বাহা ।। ইদং প্রজাপতযে জযানিন্দ্রায—ইদন্ন মম।। ১৩।।[১]

---

১. যজু০ ১৮।৩৮-৪৩ এই মন্ত্র সমূহে "ইদং ন.......মম" ত্যাজ্যাংশ, মন্ত্র বহির্ভূত।

(অভ্যাতন হোম)

ওম্ অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাঁ‌ও স্বাহা॥ ইদমগ্নয়ে ভূতানামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ॥১॥

ওম্ ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাঁ‌ও স্বাহা॥ ইদমিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠানামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ॥২॥

ওম্ যমঃ পৃথিব্যাঽঅধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাঁ‌ও স্বাহা॥ ইদং যমায় পৃথিব্যা অধিপতয়ে—ইদন্ন মম ॥৩॥

ওম্ বায়ুরন্তরিক্ষস্যাধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাঁ‌ও স্বাহা॥ ইদং বায়বে অন্তরিক্ষস্যাধিপতয়ে—ইদন্ন মম ॥৪॥

ওম্ সূর্যো দিবোঽধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাঁ‌ও স্বাহা॥ ইদং সূর্যায় দিবোঽধিপতয়ে—ইদন্ন মম ॥৫॥

ওম্ চন্দ্রমা নক্ষত্রণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাঁ‌ও স্বাহা॥ ইদং চন্দ্রমসে নক্ষত্রাণামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ॥৬॥

---

১. পার০ গৃ০ ১।৫।৯॥ প্রথম ১২ মন্ত্র 'স্বাহা' পদ ও স্বাহাকার প্রদানাঃ' নিয়মানুসারে সংযোজিত পদ।

ওম্ বৃহস্পতি ব্রহ্মণোঽধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রে ঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদং বৃহস্পতয়ে ব্রহ্মণোঽধিপতয়ে—ইদন্ন মম ।। ৭।।

ওম্ মিত্রঃ সত্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদং মিত্রায় সত্যানামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ।। ৮।।

ওম্ বরুণো ঽ পামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রে ঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদং বরুণায়াপামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ।। ৯।।

ওম্ সমুদ্রঃ স্রোত্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রে ঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদং সমুদ্রায় স্রোত্যানামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ।। ১০।।

ওম্ অন্নং সাম্রাজ্যানামধিপতিস্তন্মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রে ঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদমন্নায় সাম্রাজ্যানামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ।। ১১।।

ওম্ সোম ওষধীনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রে ঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদং সোমায় ওষধীনামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ।। ১২।।

ওম্ সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রে ঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদং সবিত্রে প্রসবানামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ।। ১৩।।

ওম্ রুদ্রঃ পশূনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রে ঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদং রুদ্রায় পশূনামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ।। ১৪।।

ওম্ ত্বষ্টা রূপাণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রে-ঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদং ত্বষ্ট্রে রূপাণামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ।। ১৫।।

ওম্ বিষ্ণুঃ পর্বতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রে ঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদং বিষ্ণবে পর্বতানামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ।। ১৬।।

ওম্ মরুতো গণানামধিপতয়স্তে মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রে ঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদং মরুদ্ভ্যো গণানামধিপতয়ে—ইদন্ন মম ।। ১৭।।

ওম্ পিতরঃ পিতামহাঃ পরেঽবরে ততাস্ততামহা ইহ মাবন্ত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাꣳ স্বাহা।। ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ পরেভ্যোঽবরেভ্যস্ততেভ্যস্ততামহেভ্যশ্চ ইদন্ন মম ।। ১৮।।

[তুলনা—পা০ গৃ-০ কাং০ ১। কং ৫। ১০।।]

এইভাবে অভ্যাতন হোমের অষ্টাদশটি আজ্যাহুতি দিবার পর পুনঃ—

ওম্ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাꣳ সো ঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ। তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেতং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে—ইদন্ন মম ।। ১।।

ওম্ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ নযতু দীর্ঘমায়ুঃ। অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবিবুধ্যতামিয়ং স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে—ইদন্ন মম ।। ২।।

ওম্ স্বস্তি নোঽগ্নে দিব আ পৃথিব্যা বিশ্বানি ধেহ্যযথা যজত্র। যদস্যাং ময়ি দিবি জাতং প্রশস্তং তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে—ইদন্ন মম ।। ৩।।

ওম্ সুগন্নু পন্থাং প্রদিশন্ন এহি জ্যোতিষ্মধ্যে হ্যজরন্ন আয়ুঃ অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ম আগাদ্বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু স্বাহা।। ইদং বৈবস্বতায়—ইদন্ন মম ।। ৪।।[১]

ওম্ পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাং যত্র নো অন্য ইতরো দেবযানাৎ। চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ স্বাহা।। ইদং মৃত্যবে—ইদন্ন মম ।। ৫।।[২]

ওম্ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরূরূ অশ্বিনৌ চ। স্তনন্ধযাংস্তে পুত্রান্‌ৎসবিতাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরিধানাদ্ বৃহস্পতির্বিশ্বেদেবা অভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ স্বাহা।। ইদং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ—ইদন্ন মম ।। ৬।।[৩]

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১। ৫। ১১।।

২. পার০ গৃহ্য০ ১।৫।১২।।

৩. মন্ত্র০ ব্রা০ ১।১।১২।।

ওম্ মা তো গৃহেষু নিশি ঘোষ উৎথাদন্যত্র ত্বদ্রুদত্যঃ সংবিশন্তু। মা ত্বং রুদত্যুর আবধিষ্ঠা জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্যমানাং স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে—ইদন্ন মম ।। ৭।।[১]

ওম্ অপ্রজস্যং পৌত্রমর্ত্যং পাপ্মানমুত বা অঘম্। শীর্ষ্ণঃ স্রজমিবোন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে—ইদন্ন মম ।। ৮।।[২]

এই মন্ত্রের প্রত্যেকটি দ্বারা আটটি আজ্যাহুতি দিবে। তাহার পর এই চারটি মন্ত্র দ্বারা চারটি আজ্যাহুতি দিবে।

ওম্ ভুরগ্নয়ে স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে—ইদং ন মম ।। ১।।
ওম্ ভুবর্বায়বে স্বাহা।। ইদং বায়বে—ইদং ন মম ।। ২।।
ওম্ স্বরাদিত্যায় স্বাহা।। ইদমাদিত্যায়—ইদং ন মম ।। ৩।।
ওম্ ভুর্ভুবঃ স্বরগ্নি।। বায়্বাদিত্যেভ্যঃ স্বাহা ।।
ইদমগ্নিবায়্ বাদিত্যেভ্যঃ—ইদং ন মম ।। ৪।।

এইরূপে হোম করিয়া বর আসন হইতে উঠিয়া পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট বধূর সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে দাঁড়াইয়া নিজ বাম হস্ত দ্বারা বধূর দক্ষিণ হস্ত চিৎ অবস্থায় ধরিয়া উঁচু করিয়া তুলিবে এবং নিজ ডান হাত দিয়া বধূর উঁচু করিয়া তোলা দক্ষিণাঞ্জলী অঙ্গুষ্ঠ সহিত চিৎ অবস্থায় গ্রহণ করিয়া বর—

---

১. মন্ত্র০ ব্রা০ ১।১।১৩।।

২. মন্ত্র০ ব্রা০ ১।১।১৪।।

[পাণিগ্রহণ]

ওম্ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাস।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায দেবাঃ ॥ ১॥[১]

---

(১) (বর)—হে বরাননে! আমি (সৌভগত্বায) ঐশ্বর্য্য সুসন্তান আদি সৌভাগ্যের বৃদ্ধির জন্য (তে) তোমার (হস্তম্) পাণি (গৃভ্ণামি) গ্রহণ করিতেছি, তুমি (ময়া) (পত্যা) আমার ন্যায় পতির সহিত (জরদষ্টিঃ) জরা অবস্থা পর্যন্ত আয়ু লাভ করিয়া সুখপূর্বক (আস) থাকিও।

(বধূ)—হে বীর ! আমি সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য আপনার পাণি গ্রহণ করিতেছি। আপনি আমার ন্যায় পত্নীর সহিত বৃদ্ধকাল পর্যন্ত প্রসন্ন ও অনুকূল থাকিবেন। আপনাকে আমি পতিরূপে এবং আমাকে আপনি, আজ হইতে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন। (ভগঃ) সকল ঐশ্বর্য্যযুক্ত (অর্যমা) ন্যায়কারী (সবিতা) সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা (পুরন্ধি) বহুভাবে জগতের ধারণ কর্ত্তা পরমাত্মা এবং (দেবাঃ) সভামণ্ডপে এই সব উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলী (গার্হপত্যায) গৃহাশ্রমের কর্তব্য সম্পাদনার্থ (ত্বা) আপনাকে (মহ্যম্) আমায় (অদুঃ) দিতেছেন আজ হইতে আমি আপনার হাতে এবং আপনি আমার হাতে বিক্রীত হইয়াছেন। আমরা কখনও যেন একে অন্যের প্রতি অপ্রিয় আচরণ না করি॥ ১॥ দ০ স০

---

১. ঋগ্বেদ০ ১০।৮৫।৩৬॥

ওম্ ভগস্তে হস্তমগ্রভীৎ সবিতা হস্তমগ্রভীৎ।
পত্নী ত্বমসি ধর্মণাহং গৃহপতিস্তব ।।২।।[১]

মমেযমস্তু পোষ্যা মহ্যং ত্বাদাদ্ বৃহস্পতিঃ।
ময়া পত্যা প্রজাবতি সংজীব শরদঃ শতম্।। ৩।।[২]

---

(২) (বর)—হে প্রিয়ে! (ভগঃ) ঐশ্বর্য্যবান্ আমি (তে) তোমার (হস্তম্) পাণি (অগ্রভীৎ) গ্রহণ করিতেছি তথা (সবিতা) ধর্ম পথে চলিবার প্রেরণাদাতা আমি তোমার (হস্তম্) পাণি (অগ্রভীৎ) গ্রহণ করিয়াছি, (ত্বম্) তুমি (ধর্মণা) ধর্মতঃ আমার (পত্নী অসি) ভার্য্যা আর (অহম্) আমি ধর্মতঃ (তব) তোমার (গৃহপতিঃ) গৃহস্বামী। আমরা উভয়ে মিলিয়া-মিশিয়া গৃহকর্ম করিতে থাকিব এবং যাহা আমাদের পক্ষে অপ্রিয় আচরণ ব্যভিচারাদি, উহাকে কখনও প্রশয় দিব না। কেননা, এইরূপ সদাচরণ দ্বারাই সমস্ত কর্মে সিদ্ধিলাভ, উত্তম সন্তান ঐশ্বর্য্য ও সদা সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।। ২।। দ০ স০

(৩) (বর)—হে অনঘে ! (বৃহস্পতিঃ) সমস্ত জগতের পালনকর্ত্তা পরমাত্মা (ত্বা) তোমাকে (মহ্যম্) আমায় (অদাৎ) দিয়াছেন, (ইয়ম্) এই তুমিই সংসারে আমার (পোষ্যা অস্তু) পোষণ করিবার যোগ্য পত্নী। হে (প্রজাবতি) প্রজাবতি ! তুমি (ময়া পত্যা) আমার ন্যায় পতির সহিত (শতম্) শত (শরদঃ) শরদ্ ঋতু অর্থাৎ শতবর্ষ পর্য্যন্ত (সংজীব) সুখে জীবন ধারণ করো। দ০ স০

(বধূ)—হে ভদ্রবীর ! পরমেশ্বরের কৃপায় আপনি আমায় লাভ

---

১. অথর্ব০ ১৪।১।৫১।।

২. অথর্ব০ ১৪।১।৫২।।

ত্বষ্টা বাসো ব্যদধাচ্ছুভে কং বৃহস্পতেঃ প্রশিষা কবীনাম্।
তেনেমাং নারীং সবিতা ভগশ্চ সূর্যামিব পরি ধত্তাং প্রজয়া।। ৪।।[১]

করিয়াছেন। আমার পক্ষে আপনি ব্যতীত এই সংসারে দ্বিতীয় পতি অর্থাৎ স্বামী পালনকারী সেব্য ইষ্টদেব অপর কেহ নাই। আমি আপনাকে ছাড়া অপর কাহাকেও স্বীকার করিব না। যেরূপ আপনি আমায় ছাড়া আর কাহাকেও অর্থাৎ অপর স্ত্রীকে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন না, সেইরূপ আমিও অপর কোনও পুরুষকে প্রীতির চক্ষে দেখিব না। আপনি আমার সহিত শতবর্ষ পর্য্যন্ত আনন্দের সহিত জীবন ধারণ করুন।। ৩।। দ০ স০

(৪) (বর)—হে শুভাননে! যেরূপ (বৃহস্পতেঃ) এই পরমাত্মার সৃষ্টিতে এবং তাঁহার তথা (কবীনাম্) আপ্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিদের (প্রশিষা) শিক্ষা অনুসারে দম্পতি হইয়া থাকে, (ত্বষ্টা যেরূপ বিদ্যুৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেইরূপ তুমি আমার প্রসন্নতার জন্য (বাসঃ) সুন্দর বস্ত্র (শুভে) ও আভূষণ তথা (কম্) আমার দ্বারা সুখ লাভ করিও। আমার ও তোমার অভিলাষাকে পরমেশ্বর (ব্যদধাৎ) পূর্ণ করুন। যেরূপ (সবিতা) সকল জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা পরমাত্মা (চ) তথা (ভগঃ) পূর্ণ ঐশ্বর্যবান্ (প্রজয়া) উত্তম প্রজা লাভ করাইয়া (ইমান্) এই তোমার ও (নারীম্) আমার ন্যায় পুরুষের স্ত্রীকে (পরিধত্তাম্) আচ্ছাদিত শোভাময় করেন সেইরূপ আমিও (তেন) এই সমস্ত দ্বারা (সূর্যাম্ ইব) সূর্য্য কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল বস্ত্রাদি ও আভূষণাদি দ্বারা (তোমায় সদা সুশোভিত করিয়া রাখিব। দ০ স০

---

১. অথর্ব০ ১৪।১।৫৩।।

ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী মাতরিশ্বা মিত্রাবরুণা ভগো অশ্বিনোভা।
বৃহস্পতির্মরুতো ব্রহ্ম সোম ইমাং নারীং প্রজয়া বর্দ্ধয়ন্তু।। ৫।।[২]

(বধূ)—হে প্রিয় ! আপনাকে আমি সেইভাবেই সূর্য্যের ন্যায় সুশোভিত আনন্দিত ও আপনার অনুকূল প্রিয় আচরণ করিয়া (প্রজয়া) ঐশ্বর্য্য বস্ত্র আভূষণ আদি ধারণ করিয়া সদা আনন্দ দান করিবে ।। ৪ ।।

(৫) (বর)—হে আমার আত্মীয়স্বজনগণ ! যেরূপ (ইন্দ্রাগ্নী) বিজলী ও প্রসিদ্ধ অগ্নি (দ্যাবাপৃথিবী) সূর্য্য ও ভূমি (মাতরিশ্বা আকাশস্থ বায়ু (মিত্রাবরুণা) প্রাণ ও উদান তথা (ভগঃ) ঐশ্বর্য্য (অশ্বিনা) সদ্বৈদ্য এবং সত্য উপদেশক (উভা) উভয়ে, (বৃহস্পতিঃ) শ্রেষ্ঠ ন্যায়কারী মহান্ প্রজাবর্গের প্রতিপালনকারী রাজা (মরুতঃ) সভ্য মনুষ্য (ব্রহ্ম) সর্বমহান্ পরমাত্মা এবং (সোমঃ) চন্দ্রমা তথা সোমলতাদি ওষধিসমূহ সমস্ত প্রজার বৃদ্ধি ও পালন করে, সেইরূপ (ইমাং নারীম্) আমার এই পত্নীকে (প্রজয়া) প্রজা দান করিয়া পালন করুন। সেইরূপ তোমরাও (বর্ধয়ন্তু) বৃদ্ধি করো। যেরূপ আমি এই স্ত্রীকে প্রজা আদি দ্বারা বৃদ্ধি করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি সেইরূপ হে দেবী তুমিও প্রতিজ্ঞা করো তুমিও তোমার পতিকে সর্বদা আনন্দ ও ঐস্বর্য দ্বারা বৃদ্ধি করিবে। যে রূপ উহারা উভয়ে মিলিয়া সংসারের প্রজা বৃদ্ধি করে সেই রূপ তুমিও আমি মিলিয়া মিশিয়া যেন গৃহস্থাশ্রমের অভ্যুদয়কে বৃদ্ধি করি ।। ৫ ।। দ০ স০

---

১. অথর্ব০ ১৪। ১। ৫৪।।

২. অথর্ব০ ১৪। ৬। ৫৭।।

অহং বি ষ্যামি ময়ি রূপমস্যা বেদদিৎপশ্যন্মনসঃ কুলায়ম্।
ন স্তেয়মদ্মি মনসোদমুচ্যে স্বয়ং শ্রথ্নানো বরুণস্য পাশান্ ॥ ৬॥[১]

(৬) (বর)—হে কল্যাণ ক্রোড়ে ! যেরূপ (মনসঃ) সর্বান্তঃকরণে (কুলায়ম্) কুলের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া (অহম্) আমি (অস্যাঃ) তোমার এই (রূপম্) রূপ সৌন্দর্য্যকে (বিষ্যামি) প্রীতি সহকারে প্রাপ্ত ও ইহাতে প্রেমের সহিত ব্যাপ্ত হইতেছি, সেইরূপ হে প্রিয়ে আমার বধূ (ময়ি) আমাতে প্রেমের সহিত ব্যাপ্ত হইয়া অনুকূল ব্যবহার (বেদৎ) লাভ করো।

যেরূপ আমি (মনসা) মনের সহিত তোমার সহিত, হে বধূ (স্তেয়ম্) চৌর্য্যভাব অর্থাৎ লুকাইবার—গোপনতার প্রবৃত্তিকে (উদ্‌মুচ্যে) ত্যাগ করিতেছি এবং কোনও প্রকার উত্তম পদার্থ লুকাইয়া গোপনে (নাদ্মি) খাইবার প্রবৃত্তি রাখিব না, (স্বয়ম্) নিজে যদি কখনও (শ্রথ্নানঃ) পুরুষার্থ হীন হইয়াও যাই তথাপি (বরুণস্য) উৎকৃষ্ঠ ব্যবহারকারীদের বিঘ্নস্বরূপ দুর্ব্যসনাসক্ত পুরুষের (পাশান্) বন্ধন হইতে তোমায় মুক্ত রাখিব। তদ্রূপ আচরণ (ইৎ) বধূ তুমিও করিও। দ০ স০

এইভাবে বধূও যেন স্বীকার করে যে, সেও পতির অনুকূলে উৎকৃষ্ঠ ব্যবহার করিয়া সর্বদা পতির সহায়িকা হইয়া থাকিবে ॥ ৬॥

পাণিগ্রহণের এই ছয়টি মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পর বর, বধূর হস্তাঞ্জলী ধরিয়া তাহাকে উঠাইবে এবং বধুকে সঙ্গে লইয়া যে [কলসটি] কুণ্ডের দক্ষিণ দিকে প্রথম হইতে স্থাপন করা হইয়াছিল উহাকে সেই পুরুষ যে কলসের সন্নিকটে কলসটি লইয়া বসিয়াছিল, বর বধূর পিছনে পিছনে সেই জলপূর্ণ কলসটি উঠাইয়া তাহাদের সহিত যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণা করিবে। উভয়ে যজ্ঞকুণ্ডের প্রদক্ষিণা করিয়া—

১. অথর্ব০ ১৪।১।৫৭॥

ওম্ অমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোঽহম্। সামাহমস্মি ঋক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেব বিবহাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ। প্রজাং প্রজনযাবহৈ পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূন্। তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণূ সুমনস্যমানৌ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুযাম শরদঃ শতম্।।৭।।[১]

(৭) হে বধূ, যেরূপ (অহম্) আমি (অমঃ অস্মি) জ্ঞানবান, (জ্ঞানপূর্বক তোমার পাণিগ্রহণকারী, (সা) তাদৃশ (ত্বম অসি) তুমিও জ্ঞানপূর্বক আমার পাণিগ্রহণকারিণী। যেরূপ (অহম্) আমি স্বীয় পরিপূর্ণ প্রেমের সহিত তোমাকে (অমঃ) গ্রহণ করিতেছি, (সা) সেইরূপ আমা দ্বারা গৃহীত (ত্বম্) তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়াছ। (অহম্) আমি (সাম অস্মি) সামবেদের ন্যায় প্রশংসিত, হে বধূ ! তুমি (ঋক্) ঋগ্বেদের ন্যায় প্রশংসিত, (ত্বম্) তুমি (পৃথিবী) পৃথিবীর ন্যায় গর্ভাদি,—গৃহাশ্রমের ব্যবহার ধারণকারিণী এবং আমি (দ্যৌঃ) বর্ষণকারী সূর্য্যের ন্যায়। তুমি এবং আমি (তাবেব) উভয়েই (বিবহাবহৈ) প্রসন্নতা সহকারে বিবাহ করি, (সহ) একত্র (রেতঃ) বীর্য্য (দধাবহৈ) ধারণ করি, (প্রজাম্) উত্তম প্রজাকে যেন (প্রজনযাবহৈ) জন্ম দিই, (বহূন) বহু (পুত্রান্) পুত্র (বিন্দাবহৈ) যেন লাভ করি, (তে) তাহারা, সেই সন্তান-সন্ততি (জরদষ্টযঃ) জরা অবস্থার সীমা পর্য্যন্ত জীবিত (সন্তু) থাকুক। (সংপ্রিয়ৌ) উত্তমরূপে পরস্পর প্রসন্ন (রোচিষ্ণূ) সুরুচি সম্পন্ন (সু-মনস্যমানৌ) উত্তম রূপে বিচার বিবেচনাকে আশ্রয় করিয়া (শতম্) শত (শরদঃ) র্বষকাল আনন্দের সহিত পরস্পর প্রেমের দৃষ্টিতে (পশ্যেম) দেখি, (শতং শরদঃ) শতবর্ষ কাল পর্য্যন্ত সানন্দে (জীবেম) যেন জীবিত থাকি এবং (শতং শরদঃ) শতবর্ষ কাল প্রিয় বচন (শৃণুযাম) শ্রবণ করি।। ৭।। দ০ স০

১. পার০ গৃ০ কাং০ ১।৬।৩।।

এই প্রতিজ্ঞা মন্ত্র দ্বারা উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিবার পর

[শিলারোহণ বিধি]

বর, বধূর ঈষৎ পিছনের দিকের দক্ষিণ ভাগে যাইয়া, উত্তরাভিমুখে নিজেকে রাখিবে, বধূর দক্ষিণাঞ্জলীকে নিজের দক্ষিণাঞ্জলী দ্বারা ধরিয়া উভয়ে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং যে পুরুষটি কলস লইয়া বর বধূর পশ্চাতে থাকিয়া যজ্ঞকুণ্ড পরিক্রমা করিয়াছিল, সে পুনরায় কুণ্ডের দক্ষিণ ভাগে কলস লইয়া বসিবে।

তাহার পর বধূর মাতা অথবা ভাই প্রথম হইতে ধানের যে খৈ অথবা জ্বারের খৈ কুলোয় রক্ষিত ছিল, উহাকে বাম হস্তে লইবে এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বধূর ডান পা সামান্য উঠাইয়া শিলার উপর রাখিবে এবং সেই সময়, বর—

ওম্ আরোহেমমশ্মানমশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব।
অভিতিষ্ঠ পৃতন্যতোঽববাধস্ব পৃতনাযতঃ।। ১।।[১]

এ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

তাহার পর বধূ ও বর উভয়ে কুণ্ডের সমীপে যাইয়া পূর্বাভিমুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে। এখানে বধূ বরের দক্ষিণ ভাগে থাকিয়া আপন হস্তাঞ্জলী বরের হস্তাঞ্জলীর উপর রাখিবে।

তাহার পর বধূর মা অথবা ভাই, যে বাম হস্তে খৈ কুলো ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে খৈয়ের কুলোটি মাটিতে রাখিয়া অথবা কাহারও হাতে দিয়া বর ও বধূর একীকৃত অর্থাৎ নীচের দিকে বরের এবং

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৭।১১।।

তদুপরি বধূর হস্তাঞ্জলীতে প্রথমতঃ সামান্য ঘৃত সিঞ্চন করিয়া কুলো হইতে ডান হাতের মুঠা ভর্তি খৈ লইয়া বর-বধূর অঞ্জলীবদ্ধ হস্তে দুইবার দুই মুঠো দিবে, পরে সেই অঞ্জজী পূর্ণ খৈয়ে সামান্য ঘৃত সিঞ্চন করিবে ! বর ও বধূ খৈ সহিত নিজ হস্তাঞ্জলীকে সামনের দিকে নীচু করিয়া—

ওম্ অর্যমণং দেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষত। স নো অর্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা ইদমর্যম্ণে অগ্নয়ে—ইদন্ন মম ।। ১।।[1]

ওম্ ইযং নার্যুপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা। আযুষ্মানস্তু মে পতিরেধন্তাং জ্ঞাতযো মম স্বাহা। ইদমগ্নযে—ইদন্ন মম ।। ২।।[2]

ওম্ ইমাঁল্লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণং তব। মম তুভ্যং চ সংবননং তদাগ্নিরনুমন্যতামিযং স্বাহা ইদমগ্নযে—ইদন্ন মম ।। ৩।।[3]

এই তিন মন্ত্রের একটি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কন্যা অল্প অল্প ধানের খৈ-এর আহুতি তিনবার প্রজ্বলিত সমিধায় আহুতি দিলে, বর—

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৬।২।। 'ইদং ন মম' পাঠ মন্ত্র বহির্ভুত।
২. পার০ গৃহ্য০ ১।৬২।। 'ইদং ন মম' পাঠ মন্ত্র বহির্ভুত।
৩. পার০ গৃহ্য০ ১।৬।২।। 'ইদং ন মম' পাঠ মন্ত্র বহির্ভুত।

ওম্ সরস্বতি প্রেদমব সুভগে বাজনীবতি। যান্ত্বা বিশ্বস্য ভূতস্য প্রজাযামস্যাগ্রতঃ। যস্যাং ভূতং সমভবদ্যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ। তামদ্য গাথাং গাস্যামি যা স্ত্রীণামুত্তমং যশঃ।।[১]

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বীয় দক্ষিণ হাতের হস্তাঞ্জলী দ্বারা বধূর হস্তাঞ্জলী গ্রহণ করিয়া, বর—

ওম্ তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ত্সূর্যাং বহতুনা সহ।
পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজযা সহ।।১।।[২]
ওম্ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীযমপ দীক্ষামযষ্ট।
কন্যা উত ত্বযা বযং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।।২।।[৩]

এই মন্ত্র দ্বয় উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞকুণ্ড পরিক্রমা করিবে এবং যজ্ঞ কুণ্ডের পশ্চিম ভাগে পূর্বদিকে মুখ করিয়া কিয়ৎকাল উভয়ে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

তৎপশ্চাৎ পূর্বোক প্রকারে কলস লইয়া যজ্ঞকুণ্ডের প্রদক্ষিণা করিয়া পুনরায়, দুইবার এইভাবে অর্থাৎ সর্বসমেত চার (৪) পরিক্রমা করিবে। পরিক্রমা তিনবার পূর্ণ হইলে যজ্ঞকুণ্ডের পশ্চিমভাগে বর বধূ পশ্চি মাভিমুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে। অতঃপর বধূর মাতা অথবা ভাই সেই খৈ হইতে, যাহা কুলোয় অবশিষ্ট ছিল, প্রয়োজন মত খৈ লইয়া বধূর হস্তাঞ্জলী ভরিয়া দিবে। তৎপশ্চাৎ—বধূ,

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৭।২।।

২. ঋগ্বেদ০ মণ্ড০ ১০।সূ০ ৮৫। মং০ ৩৮।।

৩. মন্ত্র০ ব্রা০ ১।৬।৫।।

ওম্ ভগায স্বাহা।। ইদং ভগায ইদন্ন মম ।।[১]

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে সেই খৈ-এর একটি আহুতি দিবে। ইহার পর বর, বধূকে দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া কুণ্ডের পশ্চিমে পূর্ব মুখে বসিয়া—

ওম্ প্রজাপতযে স্বাহা।। ইদং প্রজাপতযে—ইদন্ন মম ।।[২]

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্রুবা পূর্ণ ঘৃতের একটি আহুতি দিবে। তৎপশ্চাৎ উভয়ে একান্তে যাইয়া বধূর বাঁধা বেণীকে, **বর—**

[কেশ মোচন]

ওম্ প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্ যেন ত্বাবধ্নাৎসবিতা সুশেবঃ। ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকেঽরিষ্টান্ত্বাসহ পত্যা দধামি।। ১।।

ওম্ প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্করম্।
যথেযমিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রা সুভগাসতি।। ২।।[৩]

এই দুই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রথমতঃ বধূর বেণী খুলিয়া দিবে।

[সপ্তপদী-বিধি]

ইহার পর বর-বধূ যজ্ঞমণ্ডপে আসিয়া **'সপ্তপদী'** বিধি আরম্ভ করিবে। এই সময় বরের উপবস্ত্রের (উত্তরীয়) সহিত বধূর উত্তরীয়কে গাঁঠ দিয়া বাঁধিবে, ইহার নাম **'গ্রন্থি বন্ধন'** (গাঁঠছড়া) বলে।

বরও বধূ উভয়ে আসন হইতে উঠিয়া বর নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বধূর দক্ষিণ হস্তাঞ্জলী ধরিয়া যজ্ঞকুণ্ডের উত্তর ভাগে যাইবে। তাহার পর

---

১. পার০ গৃহ্য০ ১।৭।৫।। 'ইদং ন মম' পাঠ মন্ত্র বহির্ভূত।
২. পার০ গৃহ্য০ ১।৭।৬।
৩. ঋ০ ১০।৮৫।২৪,২৫।।

বর আপন দক্ষিণ হস্ত বধূর দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া উভয়ে কাছাকাছি থাকিয়া উত্তরাভিমুখ দাঁড়াইয়া থাকিবে। বর বধূকে সঙ্গে লইয়া ঈশান কোণে পদক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়া, বর—

মা সব্যেন দক্ষিণমতিক্রাম।।[১]

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বধূকে তাহার দক্ষিণ পদ উঠাইয়া চলিবার জন্য আদেশ দিবে। এবং

ওম্ ইষে একপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নযতু পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূন্‌স্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ ।।১।।[২]

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বর, বধূকে সঙ্গে লইয়া ঈশান দিশায় এক পা* চলিবে ও চালাইবে।

ওম্ উর্জ্জে দ্বিপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নযতু পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূন্‌স্তে সন্তুজরদষ্টয়ঃ ।।২।।

ওম্ রায়স্পোষায় ত্রিপদীভব, সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নযতু পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূঁস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ ।।৩।।

---

* পা রাখিয়া চলিবার বিধি এইরূপ—বধূ প্রথম আপন দক্ষিণ পা উঠাইয়া ঈশান কোণের দিকে রাখিবে, তাহার পর অপর বাম পা উঠাইয়া দক্ষিণ পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত রাখিবে। অর্থাৎ দক্ষিণ পায়ের সামান্য পিছনে বাঁ পা রাখিবে।

ইহাকে এক পদ গণনা করিবে। এইভাবে পরবর্ত্তী ক্রম ছয়টি মন্ত্র দ্বারা কর্ম্ম করিবে অর্থাৎ এক এক মন্ত্র দ্বারা এক একটি পা ঈশান কোণের দিকে স্থাপন করিতে থাকিবে।

---

১. গোভি০ গৃহ্য০ ২।২।১২।।

২. আশ্ব০ গৃহ্য০ ১।৭।১৯।। পার০ গৃহ্য০ ১।৮।১। ইহাদের মধ্যে কিছু ভেদ আছে।

ওম্ মায়োভবায় চতুষ্পদী ভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূঁস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ ।।৪।।

ওম্ প্রজাভ্যঃ পঞ্চপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূঁস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ ।।৫।।

ওম্ ঋতুভ্যঃ ষট্‌পদী ভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূঁস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ ।।৬।।

ওম্ সখে সপ্তপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূঁস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ ।।৭।।

এই ভাবে উপর্য্যুক্ত সাত মন্ত্র দ্বারা সাত পা ঈশাণ কোণে অগ্রসর হইয়া বর ও বধূ উভয়ে গ্রন্থি বন্ধন অবস্থায় যজ্ঞকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া আপন আপন আসনে বসিবে।

তাহার পর প্রথম হইতে যে ব্যক্তিটিকে জলের কলস লইয়া যজ্ঞকুণ্ডের দক্ষিণে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল, সে সেই পূর্ব স্থাপিত জলকুম্ভ লইয়া বধূর সমীপ আসিবে এবং সেই কলস হইতে সামান্য জল লইয়া বধূ ও বরের মস্তকে ছিটাইবে। এবং বর

[জল দ্বারা মার্জন]

ওম্ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে।। ১।।

যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ।। ১।।

তস্মা অরংগমান বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনযথা চ নঃ।। ৩।।[১]
ওম্ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমাস্তাস্তে
কৃণ্বন্তু ভেবজম্।। ৪।।[২]

এই চারটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অতঃপর বধূ ও বর আসন হইতে উঠিয়া।

[সূর্য্যদর্শন]

ওম্ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছু ক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুযাম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূযশ্চ শরদঃ শতাৎ।।[৩]

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্য অবলোকন করিবে।

তৎপশ্চাৎ বর বধূর দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়া নিজ হস্ত দ্বারা বধূর হৃদয় স্পর্শ করিয়া—

[হৃদয় স্পর্শ]

ওম্ মম ব্রতে তে হৃদযং দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুযস্ব প্রজাপতিষ্ঠা নিযুনক্তু মহ্যম্[৪]।।*

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

---

* হে বধু। (তে) তোমার (হৃদযম্) অন্তঃকরণ ও আত্মাকে (মম) আমার (ব্রতে) কর্মের অনূকূল (দধামি) ধারণ করিতেছি। (মম) আমার (চিত্তম্ অনু) চিত্তের অনুকুল (তে) তোমার (চিত্তম্) চিত্ত সদা (অস্তু) অনুকূল থাকুক (মম) আমার (বাচম্) বাণীকে তুমি (একমনাঃ) একাগ্রচিত্তে (জুযস্ব) সেবন করিও। (প্রজাপতিঃ) প্রজা পালনকারী পরমাত্মা (ত্বা) তোমাকে (মহ্যম্) আমার জন্য (নিযুনক্তু) নিযুক্ত করুক।।

---

১. যজু০ ৩৬। ১৪-১৬ ।। পার০ গৃহ্য০ ৮। ১। ৬।। ২. পার০ গৃহ্য০ ১। ৮। ৫।।
৩. যজু০ ৩৬। ২৪।। ৪. পার০ গৃহ্য০ ১। ৮। ৮।।

ওম্ মম ব্রতে তে হৃদযং দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু।

মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।।*

এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া বধূও ঐ রূপে হস্ত দ্বারা বরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্রটি ও উচ্চারণ করিবে।

তৎপশ্চাৎ বর, বধূর মস্তকে হাত দিয়া

[মঙ্গল আশীষ]

সুমঙ্গলীরিযং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।[১]
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বাযাথাস্তং বিপরেতন।।**

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিবাহ উপলক্ষ্যে আগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের প্রতি অবলোকন করিবে। এবং এই সময় সকলে মিলিত কণ্ঠে—

ওম্ সৌভাগ্যমস্তু ওম্ শুভং ভবতু।।

এই বাক্য বলিয়া আশীর্বাদ দিবে।

তদনন্তর বধু ও বর যজ্ঞকুণ্ডের সমীপে পূর্ববৎ বসিয়া পুনরায়

---

* হে প্রিয় বীর স্বামিন্ ! আপনার হৃদয় ও আত্মা ও অন্তঃকরণকে আমার প্রিয় আচরণ কর্মে নিযুক্ত করিতেছি। আমার চিত্তের অনুকুল সদা যেন আপনার চিত্ত থাকে। আপনি একাগ্র হইয়া আমার কথা, যাহা কিছু আপনাকে নিবেদন করিনা কেন ; মন দিয়া শুনিবেন। কেননা, প্রজাপতি পরমাত্মা আপনাকে যেমন আমার অধীন করিয়াছেন, তেমনি আমাকেও আপনার অধীন করিয়াছেন। অর্থাৎ উভয়েই এই প্রতিজ্ঞার অনুকূল ব্যবহার করিবে, যাহাতে সর্বদা আনন্দিত ও কীর্তিমান্ পতিব্রতা এবং স্ত্রীব্রত হইয়া সর্বপ্রকার ব্যাভিচার, অপ্রিয় আলাপ পরিত্যাগ করিয়া সদা প্রীতি সহকারে থাকে ।। **দ. স.**

** হে অভ্যাগত হিতৈষিগণ ! আপনারা আসুন এই মঙ্গলময়ী বধূকে কৃপা দৃষ্টি সহ আশীর্বাদ দিয়া কৃতার্থ করুন।

---

১. ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৩৩।। পার০ গৃহ্য০ ১।৮।৯।।

[মঙ্গল আশীষ—'সুমঙ্গলীরিং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যাথাস্তং বিপরেতন।।' এই মন্ত্র দ্বারা প্রান্তীয় প্রথা অনুসারে বর বধূর সিঁথিতে সিন্দুর দিয়া, বধূকে বরের বাম আসনে বসাইবে।]

এই মন্ত্র দ্বারা একটি ঘৃতাহুতি এবং পরবর্তী চারিটি মন্ত্রের ক্রমান্বয়ে চারিটি আদ্যাহুতি দিবে।

ওম্ যদস্য কর্মণোঽত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহা করম্। অগ্নিষ্টৎস্বিষ্ট কৃদ্বিদ্যাৎ সর্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতুমে। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্ব প্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্র সর্বান্নঃ কামান্ত্ সমর্দ্ধয় স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে—ইদং ন মম।।

ওম্ ভূরগ্নয়ে স্বাহা।। ইদংগ্নয়ে—ইদং ন মম।।১।।
ওম্ ভূবর্বায়বে স্বাহা।। ইদং বায়বে—ইদং ন মম।।২।।
ওম্ স্বরাদিত্যায় স্বাহা।। ইদমাদিত্যায়—ইদন্ন মম।।৩।।
ওম্ ভুর্ভূবঃ স্বরগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ স্বাহা।।
ইদমগ্নিবায়বাদিত্যেভ্যঃ—ইদন্ন মম।।৪।।

এই পর্য্যন্ত বিবাহের পূর্ববিধি পূর্ণ হইল। ইহার পর বর ও বধূ কিছু সময় বিশ্রাম লইবে। এই উত্তর বিধির পূর্বের সমস্তটুকু, বধূর গৃহের ঈশান কোণে অর্থাৎ বিশেষ করিয়া প্রথম হইতে সুরক্ষিত কোনও ঈশান কোণের এক কক্ষে যাইয়া বিশ্রাম করিবে।

[উত্তর বিধি]

সূর্য্য অস্ত হইবার পর যখন আকাশে নক্ষত্র দেখা দিবে সেই সময় বধূ বর যজ্ঞকুণ্ডের পশ্চিমভাগে পূর্বাভিমুখে আসনের উপর বসিবে। এবং অগ্ন্যাধান (ওম্) ভূর্ভুবঃ স্বর্দ্যৌ০) এই মন্ত্র দ্বারা করিবে। যদি পূর্বেই সভা-

মণ্ডপ ঈশান কোণে নির্মিত হয় এবং পূর্বেই অগ্ন্যাধান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে অগ্ন্যাধান করিবে না। (ওম্ অযন্ত ইধ্ম) ইত্যাদি চার মন্ত্র দ্বারা সমিধা দান করিয়া যখন অগ্নি প্রদীপ্ত হইবে তখন—

ওম্ অগ্নযে স্বাহা।। ইদমগ্নযে—ইদং ন মম।।১।।

ওম্ সোমায স্বাহা।। ইদং সোমায—ইদং ন মম।।২।।

ওম্ প্রজাপতযে স্বাহা।। ইদং প্রজাপযে—ইদং ন মম।।৩।।

ওম্ ইন্দ্রায় স্বাহা।। ইদমিন্দ্রায—ইদং ন মম।।৪।।

ওম্ ভূরগ্নযে স্বাহা।। ইদমগ্নযে—ইদং ন মম।।৫।।

ওম্ ভূবর্বাযবে স্বাহা।। ইদং বাযবে—ইদং ন মম।। ৬।।

ওম্ স্বরাদিত্যায স্বাহা।। ইদমাদিত্যায—ইদং ন মম।।৭।।

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বরগ্নিবায্বাদিত্যেভ্যঃ স্বাহা।। ইদমগ্নিবায্বা দিত্যেভ্যঃ—ইদং ন মম।। ৮।।

এই আটটি আজ্যাহুতি বর ও বধূ উভয়ে দিবে।
তৎপশ্চাৎ নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা প্রধান হোম করিবে।

ওম্ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বারোকেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্বাণি শমযাম্যহং স্বাহা।। ইদং কন্যায়ৈ—ইদন্ন মম।। ১।।

ওম্ কেশেষু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ । তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্বাণি শমযাম্যহং স্বাহা।। ইদং কন্যায়ৈ—ইদন্ন মম।। ২।।

ওম্ শীলেষু যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্বাণি শমযাম্যহং স্বাহা।। ইদং কন্যায়ৈ—ইদন্ন মম।। ৩।।

ওম্ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তযোঃ পাদযোশ্চ যৎ । তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা।। ইদং কন্যায়ৈ—ইদন্ন মম।। ৪।।

ওম্ উর্বেরুপস্থে জঙ্ঘযোঃ সন্ধানেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা।। ইদং কন্যায়ৈ—ইদন্ন মম।। ৫।।

ওম্ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্বাঙ্গেষু তবাভবন্। পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্বাণি তান্যশীশমং স্বাহা।। ইদং কন্যায়ৈ—ইদন্ন মম।। ৬।।

এই ছয়টি মন্ত্রের এক একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ছয়টি ঘৃতাহুতি দিয়া—

[ব্যাহৃতি আহুতি]

ওম্ ভূরগ্নয়ে স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে—ইদং ন মম।।১।।

ওম্ ভূবর্বায়বে স্বাহা।। ইদং বায়বে—ইদং ন মম।।২।।

ওম্ স্বরাদিত্যায় স্বাহা।। ইদমাদিত্যায়—ইদং ন মম।।৩।।

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বরগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ স্বাহা।। ইদমগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ—ইদং ন মম।।৪।।

ইত্যাদি চার ব্যাহৃতি আহুতি দিয়া বধূ ও বর আসন হইতে উঠিয়া সভামণ্ডপের বাহিরে উত্তর দিকে যাইয়া—

---

* হে বধূ বা বর যেরূপ এই ধ্রুব দৃঢ় স্থির আছে, সেইরূপ আপনি ও আমি একে অপরের প্রিয় আচরণে যেন দৃঢ় হইয়া থাকি।

[ধ্রুব দর্শন]

বা—ধ্রুবং পশ্য।।[১] এই বাক্য বলিয়া বর বধূকে ধ্রুবতারা দর্শন করাইবে।

বা—পশ্যামি।।[১] ওম্ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্ (অমুষ্য * অসৌ)।।[২]

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহার পর

[অরুন্ধতী দর্শন]

বা—অরুন্ধতীং পশ্য।।[৩]

এই বাক্য বলিয়া বর, বধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করাইবে। এবং

বধূ—পশ্যামি।।[৩] ওম্ অরুন্ধত্যসি রুদ্ধাহমস্মি (অমুষ্য ** অসৌ)।।

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বর বধূর প্রতি দৃষ্টি দিয়া বধূর মস্তকে হাত রাখিয়া—

---

* (অমূষ্য) এই পদের স্থলে ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত পতির নাম লইবে ; যথা— শিবশর্মা পতির নাম হইলে "শিবশর্মণঃ" এইরূপ এবং (অসৌ) এই পদের স্থলে 'বধূ' নিজের নাম প্রথমাবিভক্ত্যন্ত উচ্চারণ করিয়া এই মন্ত্রটি সম্পূর্ণ বলিবে। যথা "ভূযাসং সৌভাগ্যদাহম্ শিবশর্মণস্তে" এইভাবে ইভয় পদ দুইটি যুক্ত করিয়া বলিবে—"হে স্বামিন্। সৌভাগ্যদা (অহম্) আমি (অমুষ্য) আপনার শিবশর্মার (পতিকুলে) আপনার কুলে (ধ্রুবা) অর্ধঙ্গীরূপে স্থির। যেরূপ আপনি (ধ্রুবম্) দৃঢ় নিশ্চয় যুক্ত আমার স্থির পতি (অসি) সেইরূপ আমিও আপনার স্থির দৃঢ় পত্নী (ভূযাসম্) রহিলাম। **দ. স.**

** তুমি অরুন্ধতী নক্ষত্রের তুল্য। আমিও রুদ্ধ হইয়া আছি। আমি আপনার পত্নী। উভয়ে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে যাহাতে তাহারা কদাপি বিপরীত আচরণ না করে।

---

১. গো০ গৃহ্য০ ২।৩।৮।। পার০ গৃহ্য০ ১।৮।১৯-২০।।
২. গো০ গৃহ্য০ ২।৩।৯।। ৩. গো০ গৃহ্য০ ২।৩।১০-১১।।

[ধ্রুবীভাব আশংসন]

ওম্ ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পার্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকূলে ইয়ম্*।।১।।[1]

ওম্ ধ্রুবমসি ধ্রুবংত্বা পশ্যামি ধ্রুবৈধি পোষ্যে ময়িং। মহ্যং ত্বাদাদ্ বৃহস্পতির্ময়া পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদঃ শতম্**।।২।।[2]

এই দুইটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

---

* হে বরাননে ! যেরূপ (দৌঃ) সূর্য্যের কান্তি বা বিদ্যুৎ (ধ্রুবা) সূর্যলোক অথবা পৃথিবী আদিতে নিশ্চল; যেরূপ (পৃথিবী) ভূমি স্বীয় স্বরূপে (ধ্রুবা) স্থির-অচঞ্চল। যেরূপ (ইদম্) এই (বিশ্বম্) সমস্ত (জগৎ) সংসার প্রবাহ রূপে (ধ্রুবম্) স্থির আছে। যেরূপ (ইমে) এই সমস্ত প্রত্যক্ষ (পর্বতা) পাহাড় (ধ্রুবাসঃ) স্ব-স্থিতিতে স্থির আছে, সেইরূপ (ইয়ম্) তুমি আমার (স্ত্রী) পত্নী (পতিকূলে) আমার কুলে (ধ্রুবা) সদা স্থির থাকিও।। ১।।

** হে স্বামিন্ ! যেরূপ আপনি আমার কাছে (ধ্রুব্ম) দৃঢ় সংকল্প করিয়া স্থির (অসি) আছেন, যেরূপ আমি (ত্বা) আপনাকে (ধ্রুবম্) স্থির দৃঢ় (পশ্যামি) দেখিতেছি। সেইরূপ আপনি সকল সময় আমার সহিত দৃঢ় থাকিবেন। কেননা, আমার চিত্তের অনুকূল (ত্বা) আপনাকে (বৃহস্পতিঃ) পরমাত্মা (অদাৎ) সমর্পণ করিয়াছেন। আমার ন্যায় পত্নীর সহিত উত্তম প্রজাবান হইয়া (শতং শরদঃ) শতবর্ষ পর্যন্ত (সম্জীব) জীবিত থাকুন।

হে বরাননে পত্নি ! (পোষ্যে) ধারণ ও পালন করিবার যোগ্য (ময়ি) আমার ন্যায় পতির সহিত (ধ্রুবা) স্থির (এধি) থাকো, (মহ্যম্) পরমেশ্বর তোমাকে নিজ চিত্তের অনুকূল করিয়া আমায় দিয়াছেন। তুমি (ময়া পত্যা) আমার ন্যায় পতির সহিত (প্রজাবতী) অতি উত্তম প্রজাযুক্ত হইয়া শতবর্ষকাল আনন্দে জীবিত থাকিও।।২।।

---

১. মন্ত্র০ ব্রা০ ১।৩।৭।। ২. পার০ গৃহ্য০ ১।৮।১৯।।

পরে বধূ ও বর উভয়ে যজ্ঞকুণ্ডের পশ্চিম ভাগে পূর্বাভিমুখে থাকিয়া কুণ্ডের সমীপে বসিবে। এবং

ওম্ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা॥ ১॥ ইহা দ্বারা এক,
ওম্ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা॥ ২॥ ইহা দ্বারা দুই,
ওম্ সত্যং যশং শ্রীর্ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং স্বাহা॥ ৩॥ ইহা দ্বারা তিন.
[আশ্ব০ গৃ০ অ০ ১। কং ২৪। সূ০ ১২,২১,২২॥]

এভাবে তিন মন্ত্র দ্বারা উভয়ে তিন বার আচমন করিরে। তাহার পর—পলাশ, শমী, অশ্বত্থ, বট, ডুমুর, আম, বিল্ব আদির যে কোন সমিধা যজ্ঞকুণ্ডে দিয়া অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিবে। অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে ঘৃত স্থালীপাক অর্থাৎ ঐ অগ্নিতেই ভাত সেই সময় প্রস্তুত করিবে। ভাত প্রস্তুত হইলে—

(ওম্ অযং ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্ব বধস্ব চেদ্ধবর্ধয...)

ইত্যাদি চার মন্ত্র দ্বারা সমিধা হোম উভয়ে করিয়া, আঘারাবাজ্যভাগাহুতি ৪ (চার) এবং ব্যাহৃতি আহুতি ৪ (চার) বর ও বধূ উভয়ে মিলিয়া ৮ আট ঘৃতাহুতি দিবে।

[ওদন আহুতি]

তাহার পর সিদ্ধ করা ওদন অর্থাৎ ভাত কোনও পৃথক্ পাত্রে রাখিয়া, উহাতে ঘৃত সেচন করিয়া ঘৃতযুক্ত ভাতকে ভালভাবে মিশ্রিত করিয়া, ডান হাত দিয়া প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডে নিম্ন মন্ত্র দ্বারা উভয়ে মিলিয়া সামান্য সামান্য ভাতের আহুতি দিবে।

ওম্ অগ্নয়ে স্বাহা॥ ইদমগ্নয়ে ইদন্ন মম॥ ১॥
ওম্ প্রজাপতয়ে স্বাহা॥ ইদং প্রজাপতয়ে—ইদন্ন মম॥ ২॥

ওম্ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা।। ইদং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ—ইদন্ন মম।। ৩।।

ওম্ অনুমতয়ে স্বাহা।। ইদমনুমতয়ে—ইদন্ন মম।। ৪।।[১]

উক্ত চার মন্ত্র দ্বারা এক এক করিয়া চারটি স্থালীপাক অর্থাৎ ভাতের আহুতি দিবে। তাহার পর (ওম্ যদস্য কর্মণো....) এই মন্ত্র দ্বারা একটি 'স্বিষ্টকৃৎ' আহুতি দিবে।

ইহার পর চারটি 'ব্যাহৃতি আহুতি' 'অষ্টাজ্যাহুতি' ৮টি উভয় প্রকার আহুতি মিলাইয়া ১২টি আজ্যাহুতি দিবে।

[ব্যাহৃতি আহুতি]

ওম্ ভূরগ্নয়ে স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে ইদং ন মম।। ১।।

ওম্ ভুবর্বায়বে স্বাহা।। ইদং বায়বে—ইদং ন মম।। ২।।

ওম্ স্বরাদিত্যায় স্বাহা।। ইদমাদিত্যায়—ইদং ন মম।। ৩।।

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বরগ্নিবায়্বাদিতেভ্যঃ স্বাহা।। ইদমগ্নি—বায়্বাদিত্যেভ্যঃ—ইদং ন মম।। ৪।।[২]

[অষ্ট্যব্যাহুতি]

ওম্ ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেডোঽব যাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা।। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাং—ইদন্ন মম।। ১।।

ওম্ স ত্বং নো অগ্নেঽ বমোভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অব যক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃডীকং সুহবো ন এধি স্বাহা।। ইমগ্নীবরুণাভ্যাম্ ইদন্ন মম।। ২।। ঋ০ মং০ ৪। সূ০ ১। মং০ ৪, ৫।।

---

১. গো০ গৃহ্য০ ১।৩।২০—২১।। ২. গো০ গৃহ্য০ ১।৮।১৪।।

ওম্ ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃডয়।
ত্বামবস্যুরা চকে স্বাহা।। ইদং বরুণায়—ইদং ন মম ।। ৩।।
ঋ০ মং ১। সূ০ ২৫। মন্ত্র ১৯।।

ওম্ তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেডমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ স্বাহা।। ইদং বরুণায়—ইদং ন মম ।। ৪।। ঋ০ মং ১। সূ০ ২৪। ম০ ১১।।

ওম্ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা।। ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ—ইদং ন মম ।। ৫।।

ওম্ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্বময়াসি।
অয়া নো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা।।
ইদমগ্নয়ে অয়সে—ইদং ন মম ।। ৬।।
ওম্ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা।।
ইদং বরুণায়া ঽঽ দিত্যায়া ঽ দিতয়ে চ—ইদন্ন মম।। ৭।।
ঋ০ মং ১। সূ০ ২৪। মং ১৫।।
ওম্ ভবতন্নঃ সমনসৌ সচেতসাবরেপসৌ। মা যজ্ঞং হিং সিষ্টং মা যজ্ঞপতিং জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ স্বাহা।।
ইদং জাতবেদোভ্যাং—ইদং ন মম।। ৮।। ঋ০ অ০ ৫। মং ৩।।

দ্বাদশ আজ্যাহুতি (ঘৃত) দিয়া অবশিষ্ট ভাত একপাত্রে রাখিয়া উহাতে ঘৃত সেচন করিবে, এবং পাত্র সহিত ভাত ডান হাত রাখিয়া—

১. কাত্যা০ শ্রৌত০ ২৫। ১১।। (পারস্কর গৃ০ ১। ২। ৮)।।

ওম্ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদযং চ তে ॥ ১॥*
ওম্ যদেতদ্ধৃদযং তব তদস্তু হৃদযং মম।
যদিদং হৃদযং মম তদস্তু হৃদযং তব॥ ২॥×
ওম্ অন্নং প্রাণস্য ষড়্বিংশস্তেন বধ্নামি ত্বা অসৌ**॥ ৩॥
[মং ব্রা০ ১।৩।৮-১০]

এই তিনটি মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া, বর ঐ ভাত হইতে প্রথম সামান্য খাইয়া, যাহা অবশিষ্ট ভাত থাকিবে উহা নিজ বধূকে খাইতে দিবে। এবং বধূর ঐ অন্ন খাওয়া হইলে জল দিয়া মুখ ধুইয়া বধূ ও বর সুসজ্জিত যজ্ঞ মণ্ডপের শুভাসনে নিয়মানুসার পূর্বাভিমুখ বসিবে। এই সময় সাম বেদোক্ত মহাবামদেব্য গান গাহিবে।

সমবেত সকলে—ওম্ স্বস্তিঃ ওম্ স্বস্তিঃ। ওম্ স্বস্তিঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বর বধূর উপর পুষ্পবৃষ্টি করিবে।

---

*হে বধূ ও বর ! যেরূপ অন্নের সহিত প্রাণ, প্রাণের সহিত অন্ন তথা অন্ন ও প্রাণের অন্তরিক্ষের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে সেইরূপ (তে) তোমার (হৃদযম্) হৃদয় (চ) ও (মনঃ) মন (চ) ও চিত্ত আদিকে (সত্যগ্রন্থিনা) সত্যের গ্রন্থি দিয়া (বধ্নামি) বাঁধিতেছি ।।১।। দ. স.

× হে বর ! হে স্বামিন্ অথবা হে পত্নি ! (যদেতৎ) যাহা এই (তব) তোমার (হৃদযম্) আত্মা বা অন্তঃকরণ (তৎ) উহা (মম) আমার (হৃদযম্) আত্মা ও অন্তঃকরণের তুল্য প্রিয় (অস্তু) হোক্ এবং (মম) আমার (যদিদম্) যাহা এই (হৃদযম্) আত্মা প্রাণ ও মন (তৎ) উহা (তব) তোমার (হৃদযম্) আত্মাদির তুল্য প্রিয় (অস্তু) সদা থাকুক ।।২।। দ. স.

** (অসৌ) হে যশোদে। যাহা (প্রাণস্য) প্রাণ পোষণকারী (ষড়্বিংশঃ) ২৬ তত্ত্ব যুক্ত (অন্নম্) অন্ন আছে (তেন) উহা দ্বারা (ত্ব) তোমায় (বধ্নামি) দৃঢ় প্রীতি সহিত বাঁধিতেছি।।৩।। ['অসৌ' স্থলে বর পত্নীর নাম উচ্চারণ করিবে।]

[মঙ্গলকার্য্য]

। । ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩১২ত ১ ২
ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ । কয়া নশ্চিত্র আ ভূবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ।।১।।

। । ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধস
৩ ১ ২৩২৩ ১ ২
দৃঢা চিদারুজে বসু ।।২।।

। । ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। অভীষু, ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃ্ণাম্।
ত ১ ২ ৩ ১ ২
শতং ভবাস্যূতয়ে।।৩।।

মহাবামদেব্যম্

৩ র ৪ ২ ৪র ৫ ১ র ২ ১র
কা ২৫ য়া । নশ্চা ৩ যিত্রা ৩ আভূবাৎ। উ। তী সদা
২ ১ ২ র ২ ১ র ৩ র ২
বৃধঃ স। খা। ঔ৩হোহায়ি। কয়া ২ ৩ শচায়ি। ষ্ঠয়ৌহো ৩।
৫ ১ ২
হুংমা ২। বা ২২ র্তো ৩ ২৫ হা য়ি।। (১)।।
৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২
কা ২৫ স্ত্বা। সত্যো ৩ মা ৩ দানাম্। মা। হিষ্ঠো মাৎসাদন্ধ।
২ র ২ ১ ২ ৩ র ২ ১ ৫
সা। ঔ৩ হোহায়ি। দৃঢা ২ ৩ চিদা। রুজৌহো৩। হুং মা ২
১ ২
২। বা ২৩ সো ত ২৫ হায়ি। (২)।।

৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২র
আ২৫ভী। যুণাতঃ সাত খীনাম্। আ। বিতা জরাযি ত্।
১ ২ র ২ ১ ২ ৩র ২
ণাম্। ঔ ৩ হো হাযি। শতা ২ ৩ স্তবা। সিযৌহো ৩।
১ ৫ — ২ ২
হু ম্মা ২। তা ২২ যো ৩ ২৫ হাযি।। (৩)।।*

তৎপশ্চাৎ ঈশ্বর স্তুতি প্রার্থনোপাসনা স্বস্তিবাচন, শান্তিকরণ।

ইতি বিবাহ সংস্কারঃ বিধিঃ

---

* বিহার কর্ম সুসম্পন্ন হইলে গৃহস্থ স্ত্রী পুরুষ কার্য্যকর্তা পুরোহিত আদি সদ্ধর্মাচারণকারী লোকপ্রিয় পরোপকারী সজ্জন বিদ্বান্ বা ত্যাগী পক্ষপাত রহিত সন্ন্যাসী যাঁহারা সর্বদা বিদ্যার বৃদ্ধি ও সকলের কল্যাণের জন্য জীবন অর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার, আসন, অন্ন, জল, বস্ত্র, পাত্র, ধন, দান দক্ষিণা দিয়া উত্তমরূপে যত্ন বা আদর আভ্যর্থনা জানাইবে।

বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হইবার পর

পুরোহিতাদি সদ্ধর্মাচরণকারী, বিবাহে নিমন্ত্রিত যাঁহারা বিবাহে যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে সসম্মানে উত্তম ভোজন করাইবে। তাহার পর যথাযোগ্য রূপে পুরুষেরা পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের স্ত্রীলোকেরা আদর সম্মানের সহিত বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাইবে।

দশ ঘটিকা রাত্রি হইলে বধূ ও বর পৃথক্ পৃথক্ স্থানে ভূমিতে বিছানা পাতিয়া তিন রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত সহিত থাকিয়া শয়ন করিবে। এবং এরূপ শুদ্ধ ভোজন করিবে যাহাতে স্বপ্নেও বীর্য্যপাত না হয়। তাহার পর চতুর্থ দিবস বিধি পূর্বক গর্ভাধান সংস্কার করিবে।

যদি চতুর্থ দিবসে কোনও বাধা বিঘ্ন বা অসুবিধা উপস্থিত হয় তাহা হইলে অধিক দিন ব্রহ্মচর্য্য পালনে দৃঢ় থাকিয়া যে দিন উভয়ের ইচ্ছা হইবে সেদিন গর্ভাধান করিবে।

দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে বরপক্ষ বধূকে রথে বসাইয়া সসম্মানে গৃহে লইয়া যাইবে।

—**স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী**